শ্রীআলোকদূত

(রেকর্ড, সামাজিক, ফিল্ম প্রভৃতির নাটক প্রণেতা)

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

[দাম দশ আনা।]

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

বল্‌বার কিছু আমি বল্‌তে চাই

"মুক্তোর সন্ধানে আফ্রিকায়" হচ্ছে আমার য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস এবং এই উপন্যাস দিয়েই আমি আমার শিশুভাইদের অভিনন্দন কর্‌ছি। তারা যেন তাদের আসরে আমায় প্রবেশ কর্‌তে দেয়।

* * * *

য়্যাড ভেঞ্চারের গল্পে যত থাক্‌বে রহস্য,—তত শিশুদের কাছে হবে আনন্দের। ওরা ভালবাসে ভয়ানক বিপদ ও রহস্যপূর্ণ পুঁথি।

* * * *

শিশু উপন্যাসের মানে আর কিছুই নয় শুধু হচ্ছে,—যে উপন্যাস হবে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত; যা শিশুদের সহজ বোধগম্য এবং যার রসোপলব্ধি তারা নিজেরাই কর্‌তে পারবে।

* * * *

শিশু মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে শিশু উপন্যাস রচনা করা যায় না, শিশুদের উদ্দেশ্য কোরে বই লেখা যায় মাত্র—এই পর্য্যন্ত।

* * * *

বাঙ্‌লার শিশু-উপন্যাস তত প্রাচীন নয়। প্রায় আধুনিক বলা চলে। আধুনিক হলেও আজ বার তের বছরের ভেতরে যতটুকু পুষ্ট ও উন্নত হয়েছে, তাতে আশা করা যেতে পারে, বাঙ্‌লার শিশু-উপন্যাস, পাশ্চাত্য দেশের শিশু-উপন্যাসের

সমকক্ষ আজও হতে না পারলেও তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে—আর বছর কয়েকের মধ্যে।

* * * *

এত উন্নতিসত্ত্বেও বাঙলার শিশু-উপন্যাসে মারাত্মক রকমের গলদ ঢুকতে সুরু করেছে। বাঙলার অতি আধুনিক উপন্যাসের আবহাওয়া, শিশু-উপন্যাসকে এরই মধ্যে কলুষিত করতে চাইছে। শিশুদের পক্ষে এ একটি কম বিপদ নয়—নিশ্চয়ই।

* * * *

শৈশবে মনের ওপর শিক্ষার যে ছাপ পড়ে, পরিণত বয়সে তা মুছে যাওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্যে শিশু-উপন্যাস রচনায়, চিন্তাশীলতা ও সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেকেই সস্তায় ঔপন্যাসিক হবার আকাঙ্ক্ষায় এই পবিত্র উপন্যাস ক্ষেত্রেই প্রবেশ লাভ করেন। ফলে সত্যিকারের কোন কল্যাণ সাধিত ত হয়ই না, শুধু বড় বড় বাহার দেওয়া বইয়ের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়ে শিশুদের অধোগতির পথ আরও প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

* * * *

আশা করি এটা শিশুদের সবারই লাগবে ভালো। আজকে তোমাদের দরবার থেকে নিচ্ছি বিদায়,—নমস্কার!

চট্টগ্রাম
কার্ত্তিক—১৩৪৪ সাল

তোমাদের সঙ্গী
আলোকদূত

—এক—

চিঠি

সন্ধ্যাবেলা। তিন বন্ধু পাশাপাশি বসে' আছে। একজনার হাতে রবিবাবুর 'গীতাঞ্জলী', আর একজনার হাতে 'এস-কে-মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স'এর নতুন উপন্যাস হেমেন বাবুর 'অদৃশ্য মানুষ,' অপরের হাতে একখানা চিঠি,—সেখানা সে সদ্য পিয়নের নিকট থেকে পেয়েছে। সুমুখে একটা টেবিল,—তলায় শুয়ে আছে মস্ত একটা দেশী কুকুর।

তিন বন্ধুর নাম—এক্বল, মায়াতরু আর আলোক। আলোককে সবাই ডাকে আলোকদা' বোলে। কুকুরটার নাম পল্টু। পল্টুকে দেখ্লে কেউই দেশী কুকুর বোলে

বিশ্বাস ক'রতে চায় না, বলে সেটা একটা খাস বিলিতি কুকুর। কিন্তু, আমি বলি যে, দেশী কুকুরকে ভালো কেয়ার নিলে এবং ভালো ট্রেনিং দিলে, সেও যে কোনো বিলিতি কুকুর থেকে খাসা হ'তে পারে।

আলোকদা' চিঠিখানা শেষ ক'রে মায়াতরুকে দিলে, খানিকবাদে আবার মায়াতরু সেটা একবলকে দিলে।

চিঠিখানা পড়বে তোমরা ? পড়ো :—

প্রিন্স জাহাজ

আলোকদা,'

আমি এখন সমুদ্রযাত্রী। যাচ্ছি আফ্রিকায়। তোমাদের নেমতন্ন কর্ছি আফ্রিকায় আস্তে।

আমি অদ্ভুত এক লুক্কায়িত মুক্তোর 'দ'এর সন্ধান পেয়েছি। সে হচ্ছে আফ্রিকার আরাসাংগো নদীর এক বিরাট দ-এর মধ্যে। আগেই যাচ্ছি আমি। সমুদ্রের ওপর জাহাজের কেবিনে শুয়ে তোমাদের নেমতন্ন ক'রছি। পল্টুকেও সঙ্গে আনবে।

যে জায়গায় আছে মুক্তোগুলো, সে জায়গায় লুকোংগা আর জাম্বালী নামক দুই অসভ্য জাতির বাস। ইহারা খুবই সাহসী এবং হিংস্র। মানুষ খেতেও নাকি এদের ততো আপত্তি নেই। এদের সঙ্গে সখ্যতা ক'রে

তবে আমাদের কাজে অগ্রসর হ'তে হ'বে। জানিনে কি ক'রে এদের সাথে সখ্যতা ক'রবো।

আমি এখন সোজাসুজি লুকোংগাদের প্রধান নগর কাসাংগুই-এ যাবো। এ জায়গায় বহু ইউরোপীয় বাস করে এবং ইউরোপীয় সভ্যতা এখানে ক্রমশঃ বেশ বিস্তারলাভ করছে।

আফ্রিকার আরাসাংগো নদী, জাম্বালী এবং লুকোংগাদের সম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু তোমাদের জানাচ্ছি। ধীর-স্থির-ভাবে আমার চিঠি পড়বে, তারপর ইচ্ছে হ'লে আসবে, নইলে নয়। সুদূর ভারত থেকে আমি তোমাদের এ বিরাট বিপদের মধ্যে টেনে আনতে স্বেচ্ছায় চাই নে। তবে জানি, নতুন য়্যাড্ভেঞ্চারের গন্ধ পেলে কিছুতেই তোমরা স্থির থাকবে না—চলে আস্বেই। কিন্তু তবু, আসবার আগে একবার ভেবে দেখবে।

অনেকে এ গুপ্ত মুক্তো আনতে গেছে। কিন্তু আজও তা' কেউ পায়নি। পাছে কেউ খোঁজ পায়, এ-জন্যে এ জায়গায় অসভ্যজাতি (জাম্বালীগণ) সর্ব্বদাই সজাগ থেকে পাহারা দেয় এবং কোন বিদেশীকে দেখলেই তাকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করে।

এ গুপ্ত মুক্তোর সন্ধান আমি পেয়েছি—এক লুকোংগা

সর্দ্দারের কাছে। সে আমাকে কাসাংগুএ যেতে ব'লেছে। সেখানে আমি লুতাংগা নামে এক সর্দ্দারের সন্ধান ক'রবো, সেই-ই আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে' গুপ্ত মুক্তোর 'দ'-এ। 'দ'-এ নেবে তুলতে হবে মুক্তো।

আমার জানা আছে, তুমি যদিও কখনো ডুবুরীগিরী করোনি, তবুও ওসব বিষয়ে তোমার বেশ জ্ঞান আছে। তুমি হয়ত ভাব্‌ছো কে ডুবুরীগিরী ক'রবে? এ ভার দিচ্ছি তোমাকে; ডুবুরীদের মত ক্ষিপ্রতা তোমার নেই সত্য, কিন্তু তোমার শরীরের শক্তির বড়াই যে আমি আজীবন ক'রবো আলোকদা'! যাক্......

—দুই—

আফ্রিকার জাম্বালী ও লুকোংগা জাতি

আফ্রিকার কংগোদেশের এক অংশে খরস্রোতা আরাসাংগো নদী প্রবাহিত। এর উভয় কূল নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন! এই আরাসাংগো নদী বহু অতিকায় দুর্দ্দান্ত কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। এই নদীতে নেবে সন্তরণ করাতো দূরের কথা, নদীতীরে আসবারও কোন উপায় নেই বল্লেই হয়। ইহার জঙ্গলে অসংখ্য সিংহাদি শ্বাপদ জন্তু এবং বিশালকায় সর্প বাস করে। এই সর্পগুলো আমাদের দেশের বড় বড় ছাগল, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি আস্ত গিলে ফেল্‌তে পারে।

আরাসাংগো নদী কংগো দেশের দুর্গম জঙ্গলময় প্রদেশের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, এই নদী যদিও ইউরোপীয়গণের নিকট অপরিজ্ঞাত, তথাপি ইহা একেবারে ক্ষুদ্র নদী নহে। ইহার সকল স্থান সমানতর গভীর না হ'লেও স্থানে স্থানে যে 'দ' আছে, তাদের গভীরতা অত্যাধিক। স্থানীয় আরণ্য অধিবাসিগণ এ-সকল 'দ' অতল স্পর্শ বলে মনে করে। আফ্রিকা অঞ্চলের যে অংশে ইউরোপীয়গণের বাস, সে সকল স্থান

এই আরাসাংগো নদীর তীর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। নদীর এই অংশে প্রায়ই কোন ইউরোপীয় আসে না। এই আরাসাংগো নদীর তীরে জাম্বালী নামক এক অতি দুর্দ্দান্ত অসভ্য আরণ্য জাতির বাস। এজন্যে এ প্রদেশের নাম জাম্বালা প্রদেশ। এই জাম্বালীগুলোর পিছনেই লুকোংগা জাতির বাস।

আরাসাংগো নদী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এর উভয় তীরে বনলক্ষ্মী বিপুল সম্পদ্ ছড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু এতো সম্পদ্শালী হ'য়েও আরাসাংগো নদী বহু সাংঘাতিক বিপদের আকর; প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাণ হাতে ক'রে এ নদীতে চলাফেরা ক'রতে হয়।

মধ্য আফ্রিকার জাম্বালী জাতিই বেশী অসভ্য। জাম্বালীগুলো যেমনি ধূর্ত্ত আবার তেমনি ভয়ঙ্কর বিশ্বাস-ঘাতক! এরা খুব সতর্ক ও নিজেদের সীমানার মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে! এরা যেমনি দুর্দ্দান্ত আবার তেমনি সাহসী ও রণনিপুণ; বর্শার লক্ষ্য এদের অব্যর্থ ও সাংঘাতিক।

এরা রাইফেলধারী ইউরোপীয়দিগকে বর্শা দিয়ে সহসা আক্রমণ ক'রতে সাহস পায় না, কারণ এরা জানে,

এরা যতই দুর্দ্দান্ত সাহসী ও রণনিপুণ হোক্‌না কেন, বন্দুকধারী ইউরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধ ক'রতে গেলেই, যুদ্ধের ফল দাঁড়াবে অতীব ভীষণ। বন্দুককে এরা আগলাঠী বলে ; অধিনায়কের চেয়ে রোজাদিগকে বেশী ভয় ও ভক্তি করে এবং এই রোজারাই এদের পরিচালক।

জাম্বালির পাশেই লুকোংগাদের বাস। এই লুকোংগারা আজকাল অনেকটা সভ্য। জাম্বালিগণ লুকোংগাদের বেশ ভালো রকমেই এড়িয়ে চলে। কারণ, পূর্ব্বে একবার কয়েকজন জাম্বালী লুকোংগাদের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে লুঠপাট ক'রেছিলো। এই অত্যাচারের প্রতিবিধানে বহু সংখ্যক লুকোংগা যুবক দলবদ্ধ হয়ে অসভ্য জাম্বালীদের আক্রমণ করে এবং তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জাম্বালী লুকোংগা জাতির বশ্যতা স্বীকার ক'রতে বাধ্য হয়। কিন্তু আরণ্য যাযাবর জাতিকে সুদীর্ঘকাল বশীভূত রাখা কা'রো সাধ্য নেই। জাম্বালিগণ আবার কিছুদিন পরে লুকোংগাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন ক'রলেও তাদের প্রচণ্ড ক্রোধানল থেকে রক্ষে পাবার জন্যে লুকোংগাদের প্রাধান্য একেবারেই অস্বীকার ক'রতে পারে নি।

লুকোংগাগণ জাম্বালী থেকে বলবান এবং দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট। এরা এখন রীতিমত কোটিদেশে টোটার মালা, হাতে রাইফেল নিয়ে আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালীতে যুদ্ধ করে।

লুকোংগাদের প্রধান নগর কাসাংগুই। কাসাংগুই একটা সুদৃশ্য নগর।

কাসাংগুই আফ্রিকা মহাদেশের একটা বাণিজ্য কেন্দ্র। লুকোংগারা ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী। এরা সমরকুশল সাহসী সৈন্য। যুদ্ধের সময় এরা মাথায় উষ্ণীষ ব্যবহার করে।

আফ্রিকার কয়েকটী জীবজন্তু
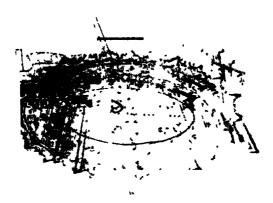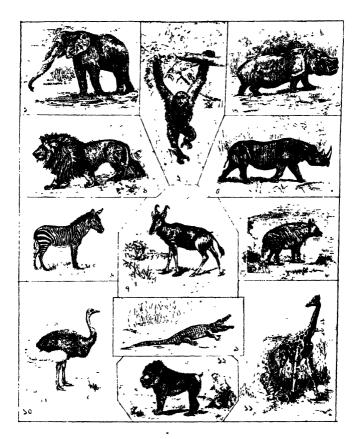
—তিন—

যাত্রার-পূর্ব্বে

আমি যে রোজাদের কথা বল্লুম; তাদের যেমন ক'রেই হোক্ হাত ক'রতে হবে, ওদের হাত ক'রতে না পারলে কোন কাজই হবে না। সর্দ্দার আমাকে বলে গেছে, লুতাংগাকে পেলে নিশ্চয়ই আমরা সেই গুপ্ত মুক্তোর অধিকারী হ'তে পারব। লুতাংগার বহু শিক্ষিত, সাহসী ও রণনিপুণ সৈন্য আছে। আধুনিক প্রণালীতে এরা বেশ যুদ্ধ করে। লুতাংগার জন্যেই কেবল আমাকে আগেই যেতে হ'চ্ছে কাসাংগুইএ।

তোমবা সোজা আরাসাংগো নদীর এক পাশ দিয়ে নৌকো ক'রে এগিয়ে যাবে। সঙ্গে নেবে বন্দুক, টোটা, খাবার, ফ্ল্যাস্ক, ফল ও মাছ-মাংসেব টিন, ছুরি, কাঁচি, ফটো তোলবার ক্যামেরা এবং ডুবুরীর সমস্ত সরঞ্জাম,—সে তো তোমার জানাই আছে। যতো শীঘ্র পারো রওনা হবে। আমি কাসাংগুই থেকে লুতাংগাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের সাথে মিলবো।

এ জায়গায় আসতে হ'লে বাহুবলেরই প্রয়োজন বেশী, অবশ্য বুদ্ধিও থাকা চাই। এখানকার বনে জঙ্গলে আছে,

সিংহ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, গরিলা, বিষাক্ত সাপ, ভল্লুক, উল্লুক, নেকড়ে, হায়না, বনমানুষ, বানর, বনবেড়াল, নেউল, গন্ধগোকুল, সজারু, কাঙ্গারু, গণ্ডার, হাতী, নীলগাই, জেব্রা, জিরাফ, হিপ্পো, এমন কী, ওকাপি, টাকিন, কিঙ্কাজু, প্যাংগোলিন, বিন্টুরং, আই আই ও সর্ব্বোপরি সাংঘাতিক রোগের ভয়। এরও ওপর আছে বিষম পথ-কষ্ট।

আর কিছু বলবার আমার নেই। এখন তবে আসি—

ইতি—

তোমাদেরই নূতন য়্যাড্‌ভেঞ্চারের নূতন সঙ্গী

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তরু পণ্টুর মাথার ওপর গরম একটা চাটি মেরে বল্লে,—তোর কী মত রে পণ্টু?

মাথা, লেজ নেড়ে পণ্টু জবাব দিলে,—

-ঘরর! ঘরর্‌!! ঘর্‌র্‌!!!

———

—চার—

আরাসাংগোয়

খরস্রোতা আরাসাংগো নদীর তীর ঘননিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। আরাসাংগোর যে অংশ বেশী প্রশস্ত, সে অংশ দিয়ে দু'খানা ডোঙ্গা উজান বেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

যে দু'খানা ডোঙ্গার কথা বলা হ'ল, তার একখানার পেছনে আর একখানা অগ্রসর হচ্ছিল। ডোঙ্গায় মোট আরোহী চার'জন, আর সঙ্গে আছে একটি কুকুর। কুকুরটি, পূর্ব্ব পরিচিত 'পল্টু'। আগে যে ডোঙ্গা অগ্রসর হচ্ছিল তাতে আলোকদা,' লুতাংগা আর পেছনের টায়, তরু একবল এবং পল্টু। লুতাংগার সঙ্গে এক অভাবনীয় ব্যাপারে এদের দেখা হ'য়ে গেছে। তাকে প্রশ্ন কোরে এরা জেনেছে, পূর্ণ-লিখিত সর্দ্দারের কাছে ওরা যে আসবে তা' সে শুনেছে। তাকে পূর্ণের কথা ব'লতে সে বল্লে,— "হুজুর, আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।"

তরুরা ভাবছিল,—এবারের য়্যাড্‌ভেঞ্চার থেকে

পূর্ণ বোধ হয় বাদ পড়ে যায়। পল্টু ডোঙ্গার পিছনে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চা'রিদিক্ নিরীক্ষণ করছিল। এরকম নৌ-বিহার পল্টুর বোধহয় মন্দ লাগছিলো না।

ডোঙ্গা য'তই উজানে অগ্রসর হচ্ছিল রহস্যের আঁধার যেন ততই ঘনিয়ে আসছিলো।

নদীর জল চক্রাকারে ঘুর্‌ছে। মনে হয় ডোঙ্গা ছুটো মধ্যে পড়লে কয়েকটা পাক খেয়েই ডুবে যেতে একটুও বিলম্ব হবে না। সর্দ্দার লুতাংগা নিজেই প্রথম ডোঙ্গা কূলের ধার দিয়ে চালাচ্ছিল।

এভাবে খানিক দূর যাবার পর যেই ডোঙ্গা দু'খানা একটা বাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল, হঠাৎ সর্দ্দার লুতাংগা একটা অস্ফুট হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।' আলোকদা' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলো। মৃদুস্বরে বল্লে—কোন বিপদের সম্ভাবনা করছ কি সর্দ্দার?

লুতাংগা বল্লে—রকম বড় ভাল বোধ হচ্ছে না হুজুর! জাম্বালী শয়তানেরা যে কোথায় নেই সেটা বলা বাস্তবিকই অসম্ভব।

আলোকদা বল্লে—তা' হ'লে, তাদের গলার আওয়াজ কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?

লুতাংগা বল্লে—গলার আওয়াজ তো দূরের কথা,

তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হুজুর। আপনি কি ঝোপগুলো নড়তে চড়তে দেখেন নি?"

আলোকদা' বল্লে—কেন? ঝোপগুলোতে জানোয়ারের ত অভাব নেই। তারাই হয় ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লুতাংগা বল্লে—ও সকল কোন কথাই নয়। ও বলে আপনার মনকে আপনিই প্রবোধ দিন, হুজুর। আপনি জানেন না, জাম্বালী শয়তানগুলো কত ধূর্ত্ত, কত দুর্দ্দান্ত, কত হিংস্র। আপনি কি ওদের দেখেন নি?

আলোকদা' বল্লে—জঙ্গলে ওদের আনাগোনা আমি লক্ষ্য ক'রেছি, জানি জাম্বালীগুলো যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি বিশ্বাসঘাতক! পূর্ব্বের পত্রেও জেনেছি, ওরা বিদেশী লোক দেখলেই তাদের হত্যা ক'রতে কুণ্ঠিত হয় না,—হত্যা করাই ওদের পেশা।

লুতাংগা বল্লে—ওরা কিন্তু আমাদের কিছু ক'রতে পারবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা নদীতে ডোঙ্গার ভেতরে আছি।

আলোকদা' হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলবার পূর্ব্বেই পেছনের ডোঙ্গা থেকে তরু হাসিমুখে জিজ্ঞেস ক'রলে—আলোকদা', তোমরা দু'জনে মৃদুস্বরে অত কি বলাবলি করছ? তোমরা হঠাৎ কি জন্যেই বা

অত গম্ভীর হ'লে, কোন বিপদের সম্ভাবনা কি বুঝতে পারছ ?”

আলোকদা' বল্লে—ও সকল কিছু নয় তরু ! ঐ নদীর ধারে যে সকল বন্য জাতি বাস করে তাদের কথাই হোচ্ছে।

তরু বল্লে—“জাম্বালীগুলোকে বিশ্বাস করা কঠিন। ওরা যে কোন সময়ে আমাদের আক্রমণ ক'রতে পারে। আমার বিশ্বাস, আমাদের বিপদ্ প্রতি মুহূর্ত্তে ঘনীভূত হ'য়ে আসছে। পূর্ণকে সঙ্গে আনা বা তারই সঙ্গে আমাদের আসার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।

আলোকদা' বল্লে—জাম্বালী সম্বন্ধে তোমার ধারণা মিথ্যা নয় তরু ! তবে আরাসাংগোর উভয় তীরের অরণ্য এখন পূর্ব্বের মত ভয়াবহ মোটেই নয়, সুতরাং এ নদী-পথে আমাদের বিপদের আশঙ্কা আর তেমন নেই ?”

তরু বল্লে—আলোকদা', এ অঞ্চলের জঙ্গলে কিরূপ ভয়াবহ হিংস্র জন্তু আছে, সে আমার জানা আছে। জাম্বালী শয়তানগুলো নাকি ভীষণ প্রকৃতির। পূর্ণের পত্রে ত জেনেছ—নর-মাংস খেতে ওদের তত আপত্তি নেই। ওরা যে কোন সময়ে আমাদের আক্রমণ ক'রতে পারে।

আলোকদা' বল্লে—হাঁ, তা পারে বৈ কি!

তরু আলোকদা'র এরূপ গম্ভীর জবাব পেয়ে আর বিশেষ কিছু বললো না, সমস্ত পথটা সে এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক হ'য়ে রইল। * * * *

এরা আফ্রিকায় এসে শুনল দু'জন ভারতীয় পুরুষ পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে নৌকো ক'রে লুকোংগা অভিমুখে চলে গেছে।

এই ব্যক্তি যে পূর্ণ এবং সঙ্গে হয়ত তার কোন ইনটীমেট্ ফ্রেণ্ড এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ রইল না। তারা মনে করলো পূর্ণ আর তার সঙ্গী বুঝি তাদের পূর্ব্বেই 'দ'এ উপস্থিত হবে। তারা এতে একটু বিচলিত হল। কারণ, আসল য়্যাড্ভেঞ্চার যে কোথা থেকে আরম্ভ হবে তা' কে বলতে পারে? হয়ত তারা, নয় পূর্ণ তা' থেকে বাদ পড়ে যাবে। তারা আরো ভাবলো—'গুপ্ত-মুক্তোর' 'দ'-এর নক্সা যে কাগজে আছে—সেটা পূর্ণের নিকট সুতরাং পূর্ণ ছাড়া অন্য কেউ নদীগর্ভে সঞ্চিত মুক্ত রাশির সন্ধান পাবে না। কাজেই তারা আরও দ্রুত তাদের ডোঙ্গা চালাতে লাগ্ল।

—পাঁচ—

নক্সা ও পত্র

আশ্চর্য্য ! অতি আশ্চর্য্য !! এদের হাত কয়েক দূরে একটা অসভ্য লোক এসে নাচ্‌তে লাগল ; তখনিই আলোকদা বন্দুক তুলে ধরলে,—লুতাংগা চেঁচিয়ে উঠলো,—বল্লে, "হুজুর, 'আগলাঠী' নাবিয়ে রাখুন ও আমাদের লোক" !—তাদের সুমুখে ডোঙ্গা চালিয়ে সে অনেকটা নিকটে এলো। মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন হ'ল। পরে একখানি চিঠি ও একখানা নক্সার মতো জিনিষ সে সর্দ্দারের হাতে দিলে। সর্দ্দার তাদের অনুসরণ ক'রতে তাকে ইঙ্গিত করলে।

ক্রমে ক্রমে তারা নদীর দুর্গমতম অংশে অগ্রসর হচ্ছে। নদীতীরে অরণ্যে কতকগুলো দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাম্বালী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওদের চাল-চলন দেখে তারা ভাবল—তাদের চারিদিকে বিপদ্‌ ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'য়ে আসছে।

সর্দ্দার পত্রখানা খুললে, কিন্তু পড়তে পারলো না। পত্রখানা ছিল আগাগোড়া বাংলা ভাষায় লেখা। তারা সকলেই তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। পত্রখানা আলোকদা'র নামে ছিল। তাতে লেখা ছিল,—

'আলোকদা,'—

জাম্বালীদের হাতে আমি এখন বন্দী। সঙ্গে আছে এক ভারতীয় ডুবুরী। অবশ্য একে আমি এখনও কিছু

বোলিনি। শুন্‌ছি, এরা নাকি আসছে অমাবস্যায় আমাদের দু'জনকে ওদের দেবতার কাছে বলি দেবে!

ভয় পেয়ো না। দ্রুত চলে আসবে। ওরা আমাদের দিকে এখন বেশী লক্ষ্য রাখছে! এ অবসরে তোমরা 'দ'

থেকে মুক্তো উদ্ধার ক'রবে। 'আলোকদা', তোমার ওপর আমাদের শেষ আশা-ভরসা। দেখো, ভড়্কে যেয়োনা।

নক্সাখানা দিলুম। ওর সকল কথা আফ্রিকার 'স্বাহেলী' ভাষায় লেখা আছে। লুতাংগাকে বিশ্বাস ক'রতে পারো। ও তোমাদের অনেক সাহায্য ক'রতে পারবে। ও কোন রকমে দেশে ফিরে যেতে পারলেই আমরা সকল বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবো।

সময় বেশী নেই। এ লুকোংগাকে দেখে—একেই বিশ্বাস করে পাঠাচ্ছি—এ চিঠি আর নক্সা। এই-ই আমায় সমস্ত খবর দিলে। জানিনে কে এ সকল করাচ্ছে আমাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে।

লুতাংগাকে ওদের দেশে গিয়ে সাহসী ও আধুনিক রণনিপুণ সৈন্য নিয়ে আসতে বোলবে। তারপর বুঝতেই পারছো! একেবারে আসল য়্যাড্ভেঞ্চার—যা'র কথা মনে হলে—এ বন্দী অবস্থায়ও আমার শরীর আনন্দে নেচে উঠছে।

আমাদের জন্য ভেবো না। অমাবস্যার এখনো বহু দেরী আছে।

আর কিছু বল্‌বার আমার নেই।

* * * *

লুতাংগা বুঝতে পারলো, এ সমস্ত সেই পূর্বের পত্র--

লিখিত সর্দ্দারের কাজ। সেই চারিদিকে লুকোংগা সৈন্য পাহাড়া রেখেছে তাদের সাহায্যের জন্য। লোকটী আরও বল্লে,—হুজুর আপনাদের কোন বিপদেই পড়তে হোতনা। সর্দ্দার এখন আর আমাদের দেশে নেই। একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে সে চলে গেছে বহুদূরে। আমাকে বলে গেছে,—লুতাংগাকে বলিস্—চারিপার্শ্বের লুকোংগা ফৌজ নিয়ে সে যেন হুজুরদের সাহায্য করে।

এদিকে জাম্বালীগুলো নিশব্দে বহুদূর থেকে তাদের অনুসরণ ক'রছিল। তারা ভাবলো—জাম্বলীরা বেশী সময় আর এরকম ভাবে অনুসরণ করবে না। তারা যাতে আর বেশীদূর যেতে না পারে এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের গতিরোধ করবার জন্যে নিশ্চয়ই দলবদ্ধ হোয়ে আক্রমণ করবে। যুদ্ধে তাদের পরাজয় হোলেই, সর্ব্বনাশ!

এ রকম য়্যাড্‌ভেঞ্চারে এক্‌বলকে আনা ঠিক হয় নি। দেশভ্রমণ তো দূরের কথা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মটর, ট্রেন, বড় জোড় ষ্টীমার করে' সে গেছে। নৌকোয় সে কোন দিনও চড়েনি, তাই মনমরা হোয়ে ডোঙ্গার এক কোণে চুপ ক'রে সে বসে আছে। বেচারা! য়্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভে এতদূর—সুদূর ভারত ছেড়ে আফ্রিকায় এসেছে।

—ছয়—

আক্রমণ এবং প্রতিআক্রমণ

পল্টু ডোঙ্গায় বসে নদীতীরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন ক'রতে আরম্ভ ক'রলো। তার কণ্ঠস্বরে সকলে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পারলে।

আলোকদা' অস্পট স্বরে বল্লে,—তরু, একবল, বন্দুক বাগিয়ে ধরে Ready থাকো। তরু বল্লে,—হ্যা, আলোকদা,' আমরা প্রস্তুত। পল্টুর ব্যবহার দেখেই বুঝেছি—গতিক বড় ভালো নয়!

লুতাংগা চেঁচিয়ে উঠলো,—ওহো! হুজুর দেখুন! দেখুন!! জঙ্গল থেকে কতো ডোঙ্গা বের হোয়ে আসছে। আরে একি? এক দুই তিন চার, ওঃ! সারি সারি ডোঙ্গা! প্রত্যেক ডোঙ্গাতে ভূতের মতো কালো চেহারার কয়েকটি করে অসভ্য জাম্বালী শয়তান—দেখুন, হুজুর!

আলোকদার চখে উদ্বেগ ঘনিয়ে এলো; তার নাক-মুখ হোয়ে এলো রক্তিম। ওদের ডোঙ্গাগুলো তাদের দুটো ডোঙ্গাকে অনুসরণ ক'রছিল। প্রত্যেক ডোঙ্গায় এক এক গাদা কালো কুঁদোর মতো অসভ্য জাম্বালী শয়তান।

তরু বন্দুকটা তুলে ধরে বল্লে,—কিহে লুতাংগা! ওরা তোমার দলের লোক নয় ত? গম্ভীর স্বরে লুতাংগা বল্লে,—না হুজুর!—আমার অনুচরেরা তো অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে জাম্বালী কুকুরদের আশে পাশে ঘুর্‌ছে।

আলোকদা' বল্লে,—লুতাংগার অনুচরেরা এখান থেকে বহুদূরে, যেতে প্রায় এক দিন লাগবে! কিন্তু, না, এ শয়তানগুলোর মতলব তো ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না।

তরু বল্লে,—ওরা তা'হলে আমাদের শত্রুপক্ষ! কিন্তু দলবেধে আমাদের আক্রমণ করতে আস্‌ছে এরও কোন কারণ দেখছি না। হয় তো ওরা ডোঙ্গা নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে।

ডোঙ্গাগুলো শ্রেণীভাবে এদের ডোঙ্গার পেছনে উপস্থিত হলো; তারপর সবেগে দাঁড় বেয়ে তাদের ডোঙ্গা দু'খানা ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলো। আলোকদা' এবং লুতাংগা ডোঙ্গাগুলো দেখেই বুঝতে পারলো—এ সব জেলে ডোঙ্গা নয়, জাম্বালীদের যুদ্ধের ডোঙ্গা। আরোহীদের সর্ব্বাঙ্গে নানা রকম পালকের টুপি—আবার নানারকম রঙের বাহার। এরকম সাজে এরা যুদ্ধ ক'রতে বেরোয়।

ওদের ব্যবহার দেখে, আলোকদা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে

লুতাংগার মুখের দিকে চাইলো; বল্লে, পূর্বের পত্রে জেনেছি—এ সকল নরমাংসভোজী রাক্ষস। যে সময় এভাবে দেহরঞ্জিত করে, পালকের টুপি মাথায় পরে, এ রকম ডোঙ্গা নিয়ে দলে দলে জল-বিহারে বেরোতে আরম্ভ করে—তখন এরা মৎস্য শিকার বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ছলনায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

লুতাংগা অস্পষ্টস্বরে বল্লে,—হাঁ হুজুর, রক্তারক্তি শীগ্‌গির নিশ্চয়ই ঘট্‌বে!

আলোকদা বল্লে,—হাঁ রক্তপাত হবেই। জাম্বালা-রক্তে আজ আরাসাংগোর জল লাল হ'বে।

লুতাংগা বল্লে—হাঁ হুজুর, তা বটে; তা বটে!

আগলাঠী হোতে দুড়ুম-দুম্‌-দুম্‌ শব্দে যখন আগুনের ভাঁটা বের হ'য়ে ওদের রঙীন শরীর ফুটো ক'রবে, তখন জাম্বালী শয়তানগুলোর রক্তের ঝরণায় নদীর জল রাঙ্গা হ'য়ে উঠবে। এ শয়তানগুলো মনে করে কি? ওদের ভয়ে আমরা আগলাঠী জলে ফেলে দেবো—এই কি ওরা ভাবছে?

আলোকদা' তাদের মারবার জন্য বন্দুকটি বাগিয়ে ধরল

জাম্বালীরা ডোঙ্গা নিয়ে তাদের ডোঙ্গার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোনরূপও শত্রুতার লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। সুতরাং তারা প্রথমেই ওদের ওপর গুলি ছুঁড়তে সঙ্গত বলে মনে ক'রলে না। গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধাতে তাদের ইচ্ছে মোটেই ছিল না।

ছলে, কৌশলে রাজ্যজয় করবার প্রথা সকল স্থানেই আছে। শত্রুপক্ষ যে জায়গায় প্রবল, সেখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোন জাতিই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করে না। গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রথমে দুর্ব্বল ক'রে, শত্রু দমন করা রাজনীতিসঙ্গত। এখানে সে সুযোগ কিন্তু ঘটল না।

আলোকদা' এক্‌বলের মুখের দিকে চেয়ে—তার মুখে আতঙ্কের পরিবর্ত্তে দেখতে পেলো, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। নিবিড় বিস্ময়ে সে অর্দ্ধ উলঙ্গ, বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ, জাম্বালী রাক্ষসদের দেখছিল।

এক্‌বল আলোকদা'র দিকে চেয়ে বল্লে—আলোকদা', তুমি আমার জন্য ভেবোনা, আমি নিরাপদে আছি। তোমার কি বিশ্বাস যে ঐ কালো রঙের রাক্ষসগুলো আমাদের আক্রমণ ক'রবে?

আলোকদা' বল্লে—এক্‌বল, ওদের অভিসন্ধি জানতে

আমাদের দেরী হবে না। তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। বর্শায় আক্রমণ ক'রলে ডোঙ্গার খোলের ভেতরে মাথা লুকিও। যেমন করেই হোক্ আমাদের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে এক্‌বল বল্লে—ডোঙ্গার খোলে লুকোবো আমি! কখনও না। কি লজ্জার কথা! যদি ওদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় তা' হলে পিস্তল তুলে আমিও তোমাদের সাহায্য ক'রব!

আলোকদা' বল্লে—বেশ ত, সামান্য সাহায্যও এখন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন; তবে নিজেকে বাঁচিয়ে তুমি সাহায্য ক'রো।

আলোকদা' মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলে—ডোঙ্গাগুলো তাদের ডোঙ্গা দু'খানিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত ক'রেছে! তারা সেই অবস্থাতেই দ্রুত তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কৃষ্ণকায় জাম্বালিগণ তাদের ডোঙ্গা লক্ষ্য ক'রে 'আউ-চাউ, হাউ-খাউ শব্দে চীৎকার ক'রছিল।

আলোকদা' লুভাংগাকে বল্লে—সর্দ্দার, ওরা ওরকম চীৎকার ক'রছে কেন? আর আমাদের ডোঙ্গার এত নিকটে এগিয়ে আস্‌ছে কেন?

লুতাংগা বল্লে—শয়তান ওরা। ওদের হয়েছে মরবার সাধ। গান গেয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ওরা ভাব্‌ছে ওদের আস্ফালনে ভয় পেয়ে আপনারা গুলি ছুড়বেন; তখন আক্রমণ ক'রতে ওরা ছল পাবে।

আলোকদা' বল্লে—হাঁ, আমারও সেই ভাব মনে হচ্ছে!

জাম্বালীগুলো চীৎকার ক'রতে ক'রতে দাঁড় বেয়ে তাদের ডোঙ্গার অত্যন্ত নিকটে এল, তারপর তাদের লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ ক'রল। কতকগুলো ডোঙ্গার বাইরে গিয়ে পড়ল! আর ছু' একটা বর্শা আলোকদা' ও একবলের পায়ের কাছে পড়ে কাঠে বিঁধে রইলো।

তারা বুঝল—জাম্বালী যোদ্ধারা তাদের সহজে ছাড়বে না, শীঘ্র পুনরায় বর্শা ছুঁড়বে তারা যুদ্ধ ক'রতেই এসেছে।

আলোকদা' ওদের ব্যবহার দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লে—এ জানোয়ারগুলো ভেবেছে কি ? ওদের এ রকম ধৃষ্টতা অসহ্যনীয়। ওদের গুলি ক'রে জন কয়েককে না মারলে, কিছুতেই আমাদের পথ ওরা ছেড়ে দেবে না। ওদের বর্শা নিক্ষেপের জবাব দিতে হচ্ছে।

আলোকদা'র রাইফেল গরজে উঠলো। অগ্নিময় জ্বলন্ত গোলা জাম্বালীদের কালো দেহে বিদ্ধ হয়ে রক্তের শ্রোত বইয়ে দিলে। গুলি খেয়ে জনকয়েক শয়তান জলে পড়ে গেল আর উঠল না। দু' তিন জন জাম্বালী দু' হাত উর্দ্ধে তুলে উন্মাদের মত চীৎকার ক'রতে লাগল। অনেকে আবার তাদের ডোঙ্গা লক্ষ্য করে বর্শা তুললে; কিন্তু তাদের বর্শা হাতেই রয়ে গেল।

———

—সাত—

জানোয়ারের মেলা

তিনজনেই একসঙ্গে গুলিবর্ষণ ক'রল; একদল জাম্বালী হত এবং আহত হোয়ে ডোঙ্গায় এবং নদীতে পড়ে গেলো। এদিকে নদীতে কুমীরের যেন মেলা লেগে গেছে। যে যখন নদীতে পড়ছে চক্ষের পলক না পড়তেই তাকে কুমীরের উদরে প্রবেশ ক'রতে হচ্ছে। কী সাংঘাতিক অবস্থা তখন সবার। নদীতে তখন নানারকমের অজ্ঞাত ও ভয়ানক জীব বিচরণ ক'রতে লেগে গেছে। কোনটা অক্টোপাপের মত শূড় নেড়ে বেড়াচ্ছে। কোনটা মাকড়সার মত দেখতে কিন্তু আকার অনেকটা জাত কচ্ছপের মত। আবার কোন কোনটা গিরগিটির মত কিন্তু আকারে একটা প্রকাণ্ড কুমীরের মত। হতভাগা জাম্বালীগুলো জলে পড়বে আর হয় কুমীরের মত গিরগিটি, নয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাসিমের মত মাকড়সার পেটে যাবে।

নদীগর্ভ তখন অনেক রকম বীভৎস জানোয়ারে পূর্ণ হ'য়ে গেছে। আসন্ন ভোজের সম্ভাবনায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লাগলো এবং আহত জাম্বালীদের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে আকাশ, বাতাস, অরণ্য ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোয়ে উঠলো।

মহা আতঙ্কে ও স্তম্ভিত নেত্রে সকলে এই হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা দেখতে লাগলো। ডোঙ্গায় এক্‌বল মার্ব্বেল মূর্ত্তির স্থায় নিস্পন্দভাবে বসে ছিল ; আফ্রিকার অসভ্য কৃষ্ণাঙ্গ রাক্ষস যে এভাবে যুদ্ধ ক'রতে পারে—এ তার ধারণাতীত। ভীষণ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ কোরে তার শরীর আড়ষ্ট হ'ল। ওদিকে সুমুখে গুলির আঘাতে দলে দলে জাম্বালী শয়তান নিহত হচ্ছিল।

জাম্বালীরা নিরুৎসাহ হ'লো না, একখানা ডোঙ্গাও তারা নিয়ে পালালো না। তাদের ডোঙ্গা এদের উভয় ডোঙ্গাকে এমন কোরে চাপ দিতে লাগলো যে তাদের ডোঙ্গা ধীরে ধীরে তীরের নিকট যেতে বাধ্য হোল।

তরু আলোকদাকে বল্লে,—আলোকদা লাফিয়ে পড়ো—তীরে লাফিয়ে পড়ো। এসো আমরা ডাঙ্গায় আশ্রয় নি। ওজায়গা থেকে গুলি করতে আমাদের সোজা হবে। আলোকদা' বল্লে, হ্যা, সেই-ই বরং ভালো। কেমন কোরে গুলি চালাতে হয়, এ-বর্ব্বর, শয়তানগুলোকে তা বুঝিয়ে দি। ডোঙ্গায় বড্ডো অসুবিধা হচ্ছে।

আলোকদা ডোঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে এক্‌বলকে আশ্রয় দেবার জন্য,—হাত বাড়াতে যেতেই একপাল জাম্বালী যোদ্ধা এক্‌বলকে তরুর ডোঙ্গার ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে লুফে

নিলে; তাকে ক্ষুদ্র শিশুর মতো শূন্যে তুলে দূরবর্ত্তী ডোঙ্গায় অপসারিত ক'রলে। একৃবলের হাতে রাইফেল তখনো ছিল, কিন্তু সে তা' দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সাহস পেলো না। তার মুখ তখন মৃতের মতো বিবর্ণ। আতঙ্কে সে আর্ত্তনাদ ক'রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে, কিন্তু আলোকদা' এবং তরু কাউকেও দেখতে পেলে না। জাম্বালী শয়তান-গুলো তাকে কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় ঘিরে ফেলেছিল।

একৃবল শত্রুর হাতে পড়েছে দেখে আলোকদা' ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জন ক'রে উঠল। তরুকে বল্লে,—শয়তান-গুলো যে সর্ব্বনাশ ক'রলে, তরু! উপায় এখন?—তুমি কিন্তু একটু সাহায্য ক'রলে—

তরু কোন কথা বল্লে না, তার রাইফেলের গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত হোল। যে ডোঙ্গায় একৃবল ছিল, সে ডোঙ্গার ওপর জনকয়েক জাম্বালী আহত হোয়ে আর্ত্তনাদ ক'রতে লাগলো। আলোকদা' একৃবলের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রছিল, ক্ষিপ্তবৎ হোয়ে সে তরুকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান ক'রতে লাগলো; কিন্তু জাম্বালী কুক্কুরের হুঙ্কার ধ্বনিতে আলোকদা'র কণ্ঠ ডুবে গেল। আলোকদার ডোঙ্গা তখন নদীর প্রবল স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে নদীতীর থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে সরে গিয়েছিল। লুতাংগা ও

আগন্তুক যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেও আলোকদা' ও একবলকে সাহায্য করতে পারলে না। জাম্বালী কুকুরেরা তাদের পরিবেষ্টিত ক'রে শৃঙ্খলিত ক'রবার চেষ্টা পেলো; তারাও তাদের গুলি ক'রে দূরে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা পেল!

পল্টু তরুকে শত্রুব্যূহ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে যাকে সে সুমুখে পেলে তাকেই নখদন্তের আঘাতে আক্রমণ ক'রে তার দেহের মাংস ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রতে লাগলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ তাতে পরাজিত হোল না! একদিকে চারজন মাত্র বাঙালী,—আর অন্যদিকে সহস্র সহস্র জাম্বালী শয়তান; সুতরাং জাম্বালীদের অসংখ্য হতাহত হোলেও তাদের পরাজিত হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। একবল শত্রুহস্তে বন্দী হবার পর যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোল না। আলোকদা', তরু, লুতাংগা, এবং একবলকে উদ্ধার ক'রবার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রতে কৃতসঙ্কল্প ছিল; কিন্তু তবুও তাদের যুদ্ধে নিবৃত্ত হোতে হোল; কারণ তারা দেখলো, বহু সংখ্যক জাম্বালী একবলকে সুমুখে রেখে পেছনে তারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে!

কি ক'রে উহাকে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তা ক'রতে করতে তরু দেখতে পেলে, তিনজন জাম্বালী শয়তান একবলকে দু'দিক্ এবং পেছন থেকে ধরে রেখেছে এবং আর

একজন জাম্বালী তার সুমুখে দাঁড়িয়ে একখানা তীক্ষ্ণ বর্শা একৃবলের বুকের ওপর উঁচু করে ধরে আছে। তারা

সবাই বুঝতে পারলো যে তাদের গুলি নিক্ষেপ ক'রবার পূর্ব্বেই ঐ জাম্বালী তার তীক্ষ্ণধার বর্শা একৃবলের বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ ক'রে দেবে। আলোকদা' ও তরুর হাত আর উঠলো না। হতবুদ্ধি হোয়ে তারা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। পল্টু—

পল্টু কোথা ? ... ...

—আট—

জাম্বালী হস্তে সবাই বন্দী

এ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তারা কী করবে তাই চিন্তা করছিল এমন সময় ঐ বর্শাধারী জাম্বালী যুবক তাদের সম্বোধন করে বল্লে,—এই 'আগলাঠী' ওয়ালা! তোদের 'আগলাঠী' এখন বন্ধ কর, ওটা থেকে আগুনের ভাঁটা বের করিস্‌নে।

আলোকদা মধ্য আফ্রিকার স্বাহিলী ভাষায় অনেকটা কথা বোলতে ও বুঝতে পারতো। বর্যাধারী জাম্বালীর কথা শুনে তাদের ভাষাতে বল্লে, ওরে শয়তান! তোদের এতো সাহস যে তোরা—

জাম্বালী তার বর্শা এক্‌বলের বুকের ওপর পূর্ব্ববৎ উদ্যত রেখেই, আলোকদার কথায় বাধা দিয়ে জবাব দিলে,—হ্যাঁ, আমাদের এতোই সাহস যে, যদি তোরা সাদা ভূতগুলো সকলেই তোদের 'আগলাঠী' ফেলে দিয়ে আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার না করিস্—তাহলে আমার হাতের বর্যার ফলা সবটুকুই তোদের এই সঙ্গীর বুকে বসিবে দেব। দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ এই দেখ্‌ কী ধারালো ফলা আমার। শীঘ্র আমার হুকুম মতো কাজ

কর্—নইলে তোদের এ সাথীর আর বাঁচতে হ'বে না—আর 'আগলাঠী' হাতে ক'রে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে না।

ঐ শয়তানের কথা শুনে তাদের চক্ষু স্থির! নিরুপায় হ'য়ে আলোকদা' ভাবতে লাগ্‌ল। কিন্তু কি করবে সে। তরুকে বল্লে,—এখন আমাদের কি কর্তে হবে, তরু! এ কুকুরগুলো আমাদের বেকায়দায় ফেলেছে। আমাদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

উপায় নেই—আর কোন উপায় নেই আলোকদা',—নিরাশ কণ্ঠে তরু উত্তর দিলে।

লুতাংগা তখনও সেই ডোঙ্গায় হাল ধরে বসেছিল, ক্রোধে, ক্ষোভে সে গর্জ্জে উঠলো। বল্লে, ঐ শয়তানগুলো কৌশলে আমাদের মুঠোর ভিতরে পুরেছে। ওদের হুকুম মানতেই হবে, নইলে ছোট হুজুরের প্রাণ রক্ষার আর আশা নেই। শেষে ওদের হাতে পরাজয় স্বীকার ক'রতে হবে? ওঃ—কী ভীষণ লজ্জার কথা!

আলোকদা' হতাশভাবে রাইফেল ত্যাগ ক'রে চীৎকার করে বলে উঠল—আমরা অস্ত্রত্যাগ করলুম, তোর হাতের বর্শা সরিয়ে রাখ্!

তরুও রাইফেল ফেলে দিলো। তাদের নিরস্ত্র দেখে

বর্শাধারী জাম্বালী একৃবলের বুকের ওপর থেকে বর্শা সরিয়ে নিল। কিন্তু তারা একৃবলকে, উদ্ধারের আশায় তার নিকট অগ্রসর হ'বার পূর্ব্বেই আর একদল জাম্বালী শয়তান তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং দড়ি দিয়ে তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেল্লে; সুতরাং যুদ্ধ এ-জায়গায় শেষ হোলো। তারা কেউ আহত হল না। কিন্তু সেই আগন্তুক লুকোংগাকে আর তারা দেখতে পাইনি।

তারা বুঝতে পারলো জাম্বালীরা স্বেচ্ছায় তাদের আক্রমণ করেনি, কারও আদেশে তারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছে। তাদের সর্দ্দার নিশ্চয়ই চতুর।

আলোকদা', তরু ও লুতাংগা ক্ষোভে দুঃখে মস্তক অবনত ক'রলে। তাদের কয়েদ করবার জন্যে এ রকম ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল—তারা পূর্ব্বে এ ধারণা ক'রতে পারিনি; পূর্ব্বে জানতে পারলে আরও সতর্ক হ'য়ে তারা এ জায়গায় আসতো। তাদের এ রকম অবিবেচনার ফলে সকলকেই শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করতে হলো।

আলোকদা'র পাশে তরু রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তাকে লক্ষ্য ক'রে আলোকদা' বল্লে—এদের কৌশলে আমরা প্রতারিত হয়েছি। একৃবলকে এরা যদি বন্দী না

করতে পারত, যুদ্ধের ফল দাঁড়াত অন্য রকম। কোন ধূর্ত্ত, পাজী, শয়তান জঙ্গলে বসে অলক্ষিতভাবে এ জানোয়ার-গুলোকে চালনা কর্‌ছে, এ আমাদের ধারণারও অতীত!

তরু বল্লে—হাঁ, আমাদের গতিরোধের জন্যে এ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি। আমাদের কয়েদ করাই এদের উদ্দেশ্য নয়! আরও কি পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'বে?

একবল ভয়ে অস্ফুট স্বরে চীৎকার করে উঠলো।

যে সমস্ত জাম্বালী-দস্যু তাদের আক্রমণ ক'রতে এসেছিল, তাদের প্রায় সকলেই যুবক। সঙ্গীদের মৃত্যুতে তারা উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে ক্রোধে গর্জ্জন করছিল। আলোকদা' রাইফেল ত্যাগ না করলে একবলকে হত্যা করতে ওরা একটুও দ্বিধা কর্‌ত না। কিন্তু তাদের আত্মসমর্পণ করায় একবলের প্রাণ রক্ষা হ'লেও জাম্বালী যুবকেরা তাদের বর্শা-বিদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হ'ল। তাদের ঐ হিংস্রভাব দেখে জাম্বালী সর্দ্দার তাদের স্বদেশীয় ভাষায় কি আদেশ ক'রলে। সে আদেশ শুনে জাম্বালী যুবকেরা বর্শা নাবিয়ে সরে দাঁড়াল।

জাম্বালী সর্দ্দারটি প্রৌঢ়। দেহে তার বিপুল শক্তি; মুখাকৃতি অতীব ভীষণ, সারা শরীরে তার অসংখ্য শুষ্ক ক্ষত চিহ্ন। নানা যুদ্ধে যে আহত হ'য়েছিল—এ সকল তারই

নিদর্শন। সে আলোকদাকে বল্লে—বড়কর্ত্তা, তোমার সঙ্গে এ রকম হাঙ্গামা ক'রতে হ'ল—এজন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। তোমরা আগুনের ভাঁটা চালিয়ে আমার বহু সৈন্য ঘা'য়েল করেছো, কেউ কেউ মরেও গেছে। এ যুদ্ধে কেবল আমরাই দোষী নই, তোমাদেরও দোষ আছে। ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকে সাবাড় করতে পারতুম কিন্তু আমি তা' করলুম না। লড়াই এখন শেষ হয়েছে। এখন আমাদের সঙ্গে এস।

আলোকদা' স্বাহিলী ভাষায় বল্লে—কার হুকুমে আমাদের তোমরা আক্রমণ ক'রেছিলে? তোমাদের প্রথমে ত আমরা কোন ক্ষতি করিনি?

সর্দ্দার বল্লে—আমি এর উত্তর দিতে পারব না এবং দেবার হুকুমও নেই। তবে বলতে পারি যে, তোমাদের যদি আটক করে নিয়ে যেতে রাজী না হতুম, তা'হলে আমাদের শরীরে বল পেতুম না। আমাদের রোজারা গণনা ক'রে ইহাই বলে দিয়েছে।

সর্দ্দারের কথা শুনে আলোকদা' তরুর দিকে চাইলে। তরু বল্লে—আলোকদা,' ওদের রোজাদের টাকা দিয়ে বশ ক'রে আমরা কি উদ্ধারের উপায় ক'রতে পারব না?

আলোকদা' বল্লে—নিশ্চয়ই পারব, নইলে কি কেবলমাত্র বিপদে ঝাঁপ দেবার জন্য আমরা সুদূর ভারত থেকে আফ্রিকায় এসেছি? মুক্তো আমাদের নিতেই হবে। রোজারা এদের বলেছে—আমাদের কয়েদ ক'রতে, না পারলে দেশের সর্ব্বনাশ হবে, ওদের সুখশান্তি নষ্ট হবে। এ কুসংস্কারবদ্ধ বর্ব্বরগুলো রোজার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে। এদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই তরু!

একবল বল্লে—কিন্তু এখন আমরা শত্রুহস্তে বন্দী, আমাদের স্বাধীনতা নেই, যারা সকল অনিষ্টের মূল, কেমন ক'রে তাদের বশীভূত ক'রব?

তরু বল্লে—পয়লা বাজীতে রোজারা জিতলো বটে, কিন্তু খেলা ত এখানেই শেষ নয় একবল!—কি বল আলোকদা'?

আলোকদা' তার কথায় সায় দিয়ে বল্ল—নিশ্চয়!

তাদের রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় একটি কুটীরে আবদ্ধ রেখে ওরা চলে গেল। মুক্তিলাভের কোন উপায় আর রইল না। কিন্তু—

পল্টু, পল্টু কোথা?

আর লুতাংগা সর্দ্দার? সমস্বরে সবাই বলে উঠলো।

—নয়—

পণ্টুর বুদ্ধি

হাঁপাতে হাঁপাতে তরু বল্লে—না আলোকদা' পারলুম না, হাতের বাঁধন একটুও খুলতে পারলুম না!—তোমার হাতের বাঁধন কি ওরা ঐ রকম শক্ত ক'রে গেরো দিয়ে গেছে?

আলোকদা' বল্লে—না, আমার হাতের বাঁধন যদিও খুব আঁটা নয়, কিন্তু গেরো খুলবার কোন উপায় নেই। আর যদি বাঁধন খুলতেও পারি তাহলেও এ গ্রাম ছেড়ে আমরা পালাতে পারব না।

তরু বল্লে—সে কথা সত্য, কিন্তু যদি প্রত্যেকে আমরা হাতের বাঁধন খুলতে পারি তা'হলে অন্ততঃ কীট-পতঙ্গদের হাত থেকে বাঁচতে পারব। দেখছ কত বড় বড় বোলতা, বিছা, বিষাক্ত মাকড়সা, কত রকমের কেন্নো। তারপর দরজা বন্ধ, ঘরে জানালা একটিও নেই। গরমে সিদ্ধ হলুম।

বাস্তবিকই তরুর বর্ণনায় অত্যুক্তি ছিল না। গ্রামের কুটীরের ভেতর অত্যন্ত অধিক গরম এবং কীট-পতঙ্গদের সংখ্যাও অধিক। কি ক'রে যে তারা এই ভীষণাকৃতি,

নরমাংস-লোলুপ-বর্ব্বর-শয়তানগুলোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে ; তার কোন ঠিকানা নাই।

একৃবল হতাশ হ'য়ে আক্ষেপ কর্‌তে লাগলো ; আলোকদা' বল্লে—অধীর হোস্‌নে একৃবল, অধীর হলে কোন কাজ হয় না। আমরা রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় এ জায়গায় আবদ্ধ আছি, কিন্তু ওরা আমাদের হত্যা ক'রবে না। নইলে আমরা কি একটুও আভাস পেতুম না! সেবার পাহাড়ী অসভ্যদের থেকেও ত একটু আভাস পেয়েছিলুম, নয় তরু ?

তরু বল্লে—সে ত মনে পড়ে আলোকদা',...হাঁ হ্রদটা বোধ হয় এখান থেকে বেশী দূরে নয়! আসবার সময় আমাদের রাস্তার পাশে যে 'দ' দেখে এলুম!

আলোকদা' হঠাৎ অস্ফুট স্বরে বল্লে—চুপ, তরু, চুপকর ; বোধ হয় কুটীরের পেছনের ঘরের বেড়া কে যেন ভাঙ্গছে।

সকলেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা ক'রতে লাগলো। কুটীরের পশ্চাৎস্থিত বেড়া ভেঙ্গে ফেলবার শব্দ এবার সকলেই স্পষ্ট শুনতে পেলো।

একৃবল আলোকদা'র কাণের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—আলোকদা, কে যেন ঐ দিক দিয়ে কুটীরে প্রবেশ ক'রবার চেষ্টা করছে।

আলোকদা' বল্লে—চুপ! এটা কোন মানুষের কাজ নিশ্চয়ই নয়,! আমার মনে হয় এ কোন জানোয়ারের কাজ। ছাগলে বোধ হয় শিং দিয়ে বেড়া গুঁতচ্ছে।

একৃবল মিনিট কয়েক কান পেতে থেকে বল্লে—তোমার অনুমানই ঠিক আলোকদা', এ লম্বা শিংওয়ালা ছাগলের কাজ! আসবার সময় রাস্তায় বড় বড় শিংওয়ালা ছাগল দেখে এলুম; হয়ত তারই একটা হবে। আমি আশা কর্‌ছিলুম লুতাংগা বা তার কোন সহচর আমাদের সাহায্য করতে আসছে।

মাথা নেড়ে তরু বল্লে—কিন্তু—ওটা দুরাশা ব'লে আমার মনে হয় আলোকদা!

আলোকদা' আর কোনও মতামত প্রকাশ করলো না। ওর মনে হ'য়েছিল এ কাজ কোন শিংওয়ালা ছাগলের নিশ্চয়ই নয়। ওটা কোন অস্ত্রাঘাতের শব্দ হতেও পারে; হয়তো বা কেউ কোন অস্ত্র দ্বারা বেড়া ফুটো করেছে। তার অনুমানই অবশেষে সত্য বলে মনে হ'ল। সে দেখতে পেল কুটীরের পশ্চাতের দেয়ালে একটা নাতি বৃহৎ ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়ে এক জোড়া চোখ তার দৃষ্টিগোচর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার আওয়াজ তার কর্ণগোচর হ'ল।

একবল কি যেন বলতে যাচ্ছিল—তাকে বাধা দিয়ে তরু বল্লে—চুপ্ ! চুপ্ একবল। যা' তুমি আশা করছিলে তা বিফল হয়নি ! ঐ ফুটোর দিকে চেয়ে দেখ, এক জোড়া চোখ দেখা যাচ্ছে ; এটা ছাগলের বা অন্য কোন জানোয়ারের নিশ্চয়ই নয়। আমাদের বন্ধু পল্টু। সন্ধান নিতে বন্ধু নিজেই এসেছে।

উৎসাহের সঙ্গে একবল বল্লে—পল্টু ! পল্টুর কথা ত আমি ভুলেই গিয়েছিলুম একরকম ! পল্টু এসেছে—পল্টু এসেছে আমাদের রক্ষা ক'রতে !

তরু বল্লে—আমি কিন্তু পল্টুর কথা ভুলতে পারিনি। আয়—আয়রে পল্টু, তুই যদি আমাদের কোন সাহায্য ক'রতে পারিস্।

পণ্টু ছিদ্রপথে তার ক্ষুদ্র মাথা গলিয়ে দিয়ে, অল্প চেষ্টায় তরুর সুমুখে এসে আনন্দে তার গালে নাকে মাথা ঘস্‌তে লাগলো।

তরু বল্লে—এখনও অত আনন্দ করবার সময় আসেনি পণ্টু। হাত-পা আমার বাঁধা আছে, বাঁধন কাটতে পারিস্ ত চেষ্টা করে দেখ্।

আলোকদা' বল্লে—পণ্টুর সাহায্য পাবো—এ দুরাশা বলে আমার কিন্তু মনে হয়নি ! জাম্বালীগুলো আমাদের বেঁধে—পণ্টুকে দিলে এক তাড়া। মনে করেছিল ওতো একটা কুকুর বই অন্য কিছু নয়, ওকে বেঁধে আর রজ্জু খরচ করে লাভ কি ? কিন্তু পণ্টুর পরিচয় ওরা পাবে কোথা ? পণ্টু তাড়া খেলেও কোথায় আমরা আবদ্ধ আছি তা হয়তো দেখেছিল।

পণ্টু আমাদের বিপদের কথা বুঝতে পেরেছিল। সে আমাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হোলেও চীৎকার কোরে তার আনন্দ প্রকাশ করতে যায়নি। কারণ সে জান্‌তো চীৎকার কর্‌লে আমরা বিপদে পড়বো।

আলোকদা' তার রজ্জুবদ্ধ হাত দু'খানা পণ্টুর মুখের সুমুখে ধর্‌লো। পণ্টু রজ্জুর গোড়ার দু'পাশে ঘাড় কাত্ ক'রে দড়ি কাটতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিট পরে আলোকদা'র উভয় হস্তের বন্ধন-রজ্জু খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়লো। তা' দেখে উৎসাহের সঙ্গে একবল বল্লে,—পল্টু তোমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে আলোকদা'।

আলোকদা বল্লে—হ্যাঁ, এবার আমি তোমাদের বাঁধন কেটে দিচ্ছি, আর পল্টুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

আলোকদা' তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ছুরি বের ক'রে আগে নিজের পায়ের বাঁধন কেটে পরে তরুর ও একবলের হাতের বাঁধন কেটে দিল।

—দশ—

পলায়ন

একৃবল বল্লে—এখন আমাদের কি করা উচিত ?

আলোকদা' বল্লে—বাইরে একবার দেখতে হ'বে ; কিন্তু আমাদের পলায়নের আশা নেই বল্লেই হয়—

তরু বল্লে—কিন্তু আমরা এখন স্বাধীন।

আলোকদা' বল্লে—হাঁ, এই কুটীরের ভেতর স্বাধীন। কুটীর থেকে বেরুলেই আমরা ধরা পড়বো।

একৃবল বল্লে—লুতাংগা কি আমাদের সাহায্য ক'রতে পারবে না ?

আলোকদা' বল্লে—না, সে আশা অল্প ; সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা 'দ'এর কাছে যাবো। নক্সাখানা তো আমার কাছেই আছে। লুতাংগার কাছ থেকে পড়েও নিয়েছি। একবার সে জায়গায় যেতে পারলেই হল।

একৃবল বল্লে—আসবার রাস্তার ওপর আমাদের রাইফেল, ডুবুরীর পোষাক সমস্তই তো ওরা রেখে এসেছে। অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত যেতে পারলেই হয়।

আলোকদা' কুটীরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হয়ে দ্বারের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো সুমুখেই খোলা মাঠ।

স্থানে স্থানে নানা রঙের বৃক্ষশ্রেণী ; বৃক্ষের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। কতকগুলি জাম্বালী যুবক দাওয়ার ওপর মাহুর পেতে বসে আছে। তাদের শরীর নানা রঙে রঞ্জিত।

আলোকদা' বল্লে—না একৃবল, কোন সুবিধা তো দেখছিনা। এ দ্বার দিয়ে বেরুলেই আমরা ধরা পড়ে যাবো। বেশী দূর যেতেও পারবো না।

তরু বল্লে--কিন্তু পল্টু তো নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করেছে। কেউ ওকে বাধা দেয়নি, হয়তো ওকে দেখতেও পায়নি।

আলোকদা' বল্লে—কিন্তু তুমি বোধহয় ভুলে গেছো ; পল্টু পেছনের বেড়া ভেঙ্গে এসেছে—সুমুখ দিয়ে আসেনি। আমরা সুমুখ দিয়ে গেলেই ধরা পড়বো। তবে কুটীরের পেছনের বেড়া ভেঙ্গে গেলে বোধ হয় ধরা পড়বো না—চল ঐ দিকটা একবার দেখি।

তরু আলোকদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই কুটীরের পেছনের বেড়াটা পরীক্ষা কর্‌লো।

একৃবল বল্লে—আলোকদা', এদিক দিয়ে পালাবার তো চমৎকার সুবিধা হবে !

আলোকদা' বল্লে—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। কুটীরের পেছনে ঘন বন। বেড়াটা এখন নির্ব্বিঘ্নে পার হ'য়ে বাইরে যেতে পারলেই 'দ'এর ধারে গিয়ে পৌঁছব।

আলোকদা' সেপথ দিয়ে নিরাপদে 'দ'এর ধারে যেতে পারবে বুঝে আশ্বস্ত হ'ল বটে, কিন্তু পূর্ণকে এবং তার সাথী ভারতীয় ডুবরীকে সাহায্য করবে—এ তার দুরাশা বলে মনে হোল। আলোকদা' এও বুঝতে পারলো—সঙ্গীদের উদ্ধার করতে গেলেই তাদের সকলকেই আবার ধরা পড়তে হবে অথচ ইহাদের দ্বারা তাদের কোন উপকারও হবে না। যদি পলায়নের চেষ্টায় তাদের ধরা পড়তে হয়—তাহলে বোধ হয় এরচেয়ে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা নেই; কারণ জাম্বালীরা যদি তাদের হত্যা করার সঙ্কল্প করতো তা হোলে তাদের এভাবে কয়েদ করে নিশ্চয়ই রাখতো না। এরূপ চিন্তা কর্তে কর্তে আলোকদা', এক্বল ও তরুকে নিয়ে কুটীর ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

তরু বল্লে—পণ্টুর কি ব্যবস্থা করবে, আলোকদা?

আলোকদা' বল্লে—পণ্টুকে এখানে রেখে যাবো। আমাদের সঙ্গে ও গেলে কোন উপকারই করতে পারবে না, বরং থেকে গেলে একটু উপকার করতে পারে। কোন জাম্বালী কুক্কুর এর ভিতর প্রবেশ করতে গেলে পণ্টু তাকে দ্বারের সুমুখ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমাদের এ কুটীরের মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে সাহস পাবে না।

তরু বল্লে—পল্টু ঠিক কুটীরের দ্বার থেকে তাড়িয়েই কি ক্ষান্ত হবে ? তার বুকের ওপর উঠে তার টুটি কামড়ে তবে ছাড়বে।

আলোকদা' বল্লে—হ্যা, পল্টুর সে গুণটুকু আছে বটে, ওকে এ কুটীরে রেখে যাওয়া ভালো।

আলোকদা, তরু এবং একৃবলকে নিয়ে কুটীরের বাইরে বেরিয়ে এলো ; তা দেখে পল্টুও অনুসরণ করবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু আলোকদা' ইঙ্গিতে নিষেধ করা মাত্র সে কুটীরের ভেতরে সরে দাঁড়ালো ; আলোকদা পল্টুকে বল্লে,—তুই থাক্‌রে পল্টু, যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসি।

ল্যাজ নেড়ে পল্টু আলোকদার কথার জবাব দিল।

—এগারো—

আরাসাংগোয় বাঙ্গালী

তারা সকলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে কিছু দূরে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখতে পেলো ; পথটি তৃণ ভেদ করে যেদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেদিকে গ্রাম আছে বলেই আলোকদার ধারণা হল, কারণ সেপথে মানুষের পদচিহ্ন দেখে সে বুঝতে পারলো ওটা চলতি পথ।

আলোকদা', তরু এবং একবলের হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, তরু! একবল! সতর্ক ভাবে এপথ চলবে। কেউ যেন হঠাৎ তোমাদের দেখে না ফেলে।

সে পথটা অতিক্রম করে অন্য একটা সঙ্কীর্ণ পথে তারা উপস্থিত হল। আলোকদা' সে পথটা পরীক্ষা করে বল্‌লে, এ পথে তত লোক চলা ফেরা করে না। এ পথে চল্‌লে আমাদের ধরা পড়বার কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু তবুও চারি দিকে চোখ রেখে চল্‌তে হবে আমাদের!

আলোকদা' পথ ধরে চল্‌তে লাগলো, তরু একবল তার অনুসরণ করলো কিন্তু পথ কোন্ দিকে কত দূরে গিয়ে যে শেষ হয়েছে—তা বোঝবার উপায় নেই। যা

—হোক তারা চিন্তাকুল চিত্তে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে পুনর্ব্বার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলো, কিন্তু নদীর কোন চিহ্ন পেল না। বৃক্ষশাখায় বানরের দল চিৎকার করছে। জনমানবের সাড়া কোথাও নেই।

আরও কিছু দূরে এগিয়ে একটা বাঁক তারা ঘুরল; সেই দিকে প্রায় হাত কুড়ি পঁচিশ দূরে একটি নদী দেখতে পেল। নদীর আশে পাশে জাম্বালীদের বসত বাড়ী। দু' চার জন জাম্বালীও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী সর্ব্বনাশ! আবার জাম্বালীদের হাতে ধরা পড়বে নাকি! তারা

সবাই একটি গাছের আড়ালে বসে পড়ল। ঝোপের ডাল পালা সরিয়ে নদীর দিকে চাইতেই·········।

তরু বলে উঠল, আলোকদা'! আলোকদা'! দেখ কে যেন একজন লোক ডোঙ্গায় চড়ে নদীর ঐ দিক থেকে এদিকে আস্‌ছে,—না?—লোকটা কে? মুখ দেখে মনে হচ্ছে,—বাঙ্গালী; হ্যাঁ বাঙ্গালীই ত!

একবল বল্লে,—বাঙ্গালী? বাজে, একেবারে বাজে কথা! আরাসাংগো নদীতে, মধ্য-আফ্রিকার এ নির্জ্জন অসভ্য জায়গায় কোন বাঙ্গালীর আসবার সম্ভাবনা নেই।

একটু ঝাঁঝাল সুরে তরু বল্লে, তোমার কপালে চোখ—জোড়া আছে ত! ভাল করে একবার চেয়ে দেখ দেখি!

আলোকদা' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল জীর্ণ ডোঙ্গায় একজন আরোহী। দেহে তার একটি মাত্র সার্ট। আলোকদার দেহে যেমন অসাধারণ বল, তার দৃষ্টিশক্তিও তেমন তীক্ষ্ণ। আলোকদা' দেখতে পেল, লোকটি বাঙ্গালী। তার ধারণা হল লোকটি বিপন্ন, তার বেশ ভূষাও মলিন—ছিন্ন প্রায়। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে,—হ্যা তরু! লোকটা বাঙ্গালীই বটে—কিন্তু ডোঙ্গায় চেপে লোকটা কী জন্য এ বিপদ সঙ্কুল জায়গায় এসেছে? চারিদিকে বাধা-বিঘ্ন। আমার বিশ্বাস ছিল এ 'দ'এর চারিদিক সম্পূর্ণ

নির্জ্জন স্থান, এর চারিদিকে শত মাইলের ভিতরেও কোন লোকের বসতি নেই। কিন্তু—কিন্তু এ ত পূর্ব্বের সেই সঙ্গী ভারতীয় ডুবুরী নয়ত ?

ডোঙ্গার আরোহী নদী তীরে দৃষ্টিপাত করে জাম্বালীদের কুটীর দেখতে পেল। তার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হল, তার পাংশু মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে হাত দিয়ে ডোঙ্গার দাঁড় ধরে মোড় ঘোরাতে চেষ্টা পেল ; কিন্তু শরীর তার বড় দুর্ব্বল ছিল, এজন্য চেষ্টা তার সফল হল না। ডোঙ্গা সে ঘুরাতে পারল না, স্রোতে ডোঙ্গা ভেসে চললো। আরোহী তখন হাল ধরে ডোঙ্গাখানি স্রোতের প্রতিকূলে পরিচালিত করবার আশায় উঠে দাঁড়াতেই, স্রোতের প্রচণ্ড বেগ সামলাতে না পেরে ডোঙ্গা থেকে চিৎ হয়ে নদীতে পড়ে গেল ! ঝপাং করে শব্দ হল ; ডোঙ্গাখানা নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে চল্‌ল। যে জায়গায় আরোহী জলে পড়ে গেল, সে জায়গায় কয়েকটি জল বুদ্‌বুদ উঠে চক্ষুর নিমেষে জলে মিশে গেল।

—বারো—

মনুষ্যত্ব

আলোকদা' এ শোচনীয় দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারল না। সে চীৎকার করে উঠল,—সর্ব্বনাশ—যাঃ! নদী যে কুমীরে ভর্ত্তি! লোকটাও জলে ডুবে গেল। সাঁতার কেটে ও কী তীরে উঠতে পারবে? ওকে কুমীরে এক্ষুনি খেয়ে ফেলবে!

আলোকদা' তৎক্ষণাৎ দ্রুত পায়ে নদী তীরে উপস্থিত হ'ল এবং একখানা ডোঙ্গায় উঠে—পূর্ব্বোক্ত ডোঙ্গার দিকে চালিয়ে দিলো।

নদী তীরে তখন কাঁতারে কাঁতারে জাম্বালী এসে দাঁড়িয়েছে—এ অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে।

কিন্তু আলোকদা' কিছু দূরে এগিয়ে এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেল। সে দেখল জলমগ্ন আরোহী জলের ওপর মাথা তুলে তীরে ওঠবার চেষ্টা করছে, সেই সময় তার পেছনের জলরাশি সবেগে আন্দোলিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে একটি সুবৃহৎ ঘোর কাল রঙের কুমীর জলের ওপর ভেসে উঠল, কুমীরটি মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা চক্র দিয়ে লোকটির পায়ের নিকটে ডুব দিল। আলোকদা' বুঝতে

পারলো, কুমীরটি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই হতভাগ্যের পা ধ'রে গভীর জলে টেনে নিয়ে যাবে।

আলোকদা' প্রচণ্ড বেগে দাঁড় বেয়ে লোকটির কাছে এগিয়ে চল্‌ল। কিন্তু সে তাকে সাহায্য করবার পূর্ব্বেই হতভাগ্যের মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ শুনতে পেলো। সে দেখল,—লোকটা তীরে ওঠবার জন্যে যেমনি লাফ দিতে যাবে অমনি সবেগে যেন কেউ তার পা ধ'রে পিছন দিকে টেনে নিলো!—লোকটা ভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। প্রকাণ্ডকায় কুমীরটাও জলের ওপর সবেগে লাঙ্গুলাঘাত করে শিকার মুখে করে তীরের দিকে ধাবিত হল।

সে দৃশ্য অতি ভীষণ। শিকারের এক পা কুমীরের মুখের ভিতর ছিল,—আলোকদা' এ সুস্পষ্ট দেখতে পেল।

আলোকদাকে ডোঙ্গারোহণে কুমীরের অনুসরণ করতে দেখে সমস্ত জাম্বালী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। এখন তারা তাদের স্বদেশীয় ভাষায় জয় ধ্বনি করে আলোকদাকে বাহাদুরী দিতে লাগল। ভুলে গেল তারা ওদের কে? তারা যে ওদের বন্দী ছিল—পালিয়ে এসেছে,—কিছুই ওদের মনে নেই।

আলোকদা' নিজের বিপদের ভয়ে কাতর হল না।

চখের সামনে কুমীর লোকটাকে গ্রাস করবে, এ চিন্তা আলোকদার অসহ্য হল। কিন্তু সে তখন নিরস্ত্র। ডোঙ্গায় ওঠবার সময় পিস্তলটি ঘাটের ওপর রেখেই ডোঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। পিস্তলের কথা তার একেবারেই মনে ছিল না। কিন্তু এখন উপায়? বাহুবল ভিন্ন অন্য কোন সম্বল তখন আর তার ছিল না। খালি হাতে সে যুদ্ধ করতে পারবে? এ যে অসাধ্য! না—না, এ পাগলামী হতে পারে, কিন্তু তাকে যে এ দুঃসাহসের কাজ করতেই হবে! অন্যের যা অসাধ্য, সে কাজ তাকে অবহেলায় সুসম্পন্ন করতে হবে! এ জন্যই ত তাকে সকলে অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি বলে, তার সে নাম কি বৃথা হবে?

আলোকদা' মুহূর্ত্তের জন্যে ভীত, বিচলিত বা কুণ্ঠিত হল না। তার ডোঙ্গা কুমীরের নিকটে পৌছবার পূর্ব্বেই সে কুমীরের মোটা দেহ লক্ষ্য করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যের যে কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেই কাজ সাধনের জন্যে সে দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলে।

আলোকদাকে কুমীরের নিকটে অগ্রসর হোতে দেখে সেই অপরিচিত লোকটি অত্যন্ত ব্যাকুল স্বরে বাঙ্গালা ভাষায় বল্লে, সরে যান, আপনি সরে যান। আমাকে

কুমীরে ধরেছে, আমার আর উদ্ধার নেই। আপনি এলে আপনাকেও কুমীরে খেয়ে ফেলবে।

আলোকদা' তার কথা শুনে বল্লে,—যাই হোক। আপনি বাঙ্গালী—আমিও বাঙ্গালী ! আপনার প্রাণ তবে আমায় রক্ষা করতেই হবে।

কুমীর তখন তার শিকারটিকে নিয়ে নদীর কূলে উপস্থিত হ'ল। বিপন্ন লোকটি রুদ্ধশ্বাসে বল্লে,—আপনি অনর্থক কেন প্রাণ দেবেন ? পারবেন না ; আমাকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নেই। আমি এ সকল কুমীর জানি। এরা সাক্ষাৎ যম ! আমার পা মুখে পুরেছে, এক্ষুনি গিলে ফেলবে। আপনি তা হলে—

লোকটি কথা শেষ করতে পারলে না। কুমীর তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হোয়েছে। আত্মরক্ষার আর আশা নেই জেনেও সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আলোকদাকে সতর্ক করছে, তার সাহায্য চাইছে না ! আলোকদা' তার দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে—লোকটির বয়স অধিক নয়। পঁচিশ কিম্বা ছাব্বিশ বছরের যুবক। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আলোকদার মুখের দিকে চেয়ে স্পন্দিত বক্ষে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। তখনও তার চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি ; আলোকদার প্রাণ রক্ষার জন্য তখনও তার কি গভীর আগ্রহ।

—তেরো—

কুমীরে মানুষে লড়াই

কিন্তু আলোকদা' ডোঙ্গায় ফিরে গেলনা ; সে গভীর জলে সাঁতার দিয়ে কুমীরের নিকট উপস্থিত হোল, তার পর এক ডুবে তার পাশে এসে কুমীরের পিঠে চড়ে বসলো। কুমীরটার মুখের ভেতর মানুষের পা ; তা ছেড়ে দিলে শিকার পলিয়ে যাবে, অথচ তার পিঠে তিনমণ সাড়ে পনেরো সের ভারি একটা লোক। কুমীর নিরুপায় হয়ে জলের ভেতর ডুব মারলো, আলোকদা' সেই মুহূর্ত্তে সুমুখে ঝুঁকে পড়ে কুমীরের দু চোখে দু আঙ্গুল পুরে দিয়ে এতো জোরে খোঁচা দিলে আঙ্গুল দুটো কুমীরের চোখের গর্ত্তের ভেতর এক ইঞ্চি বসে গেল।

কুমীর যন্ত্রণায় বিকট গর্জ্জন করে জলে ভেসে উঠ্‌লো। লাঙ্গুলের আস্ফালনে জলরাশি তোলপাড় করে তুললো, এবং আলোকদাকে পিঠের ওপর থেকে দূরে নিক্ষেপ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আলোকদা' তার দু'পাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে, সুমুখে ঝুকে পড়ে তার দুচোখে লোহার গজালের

মতো শক্ত তুটো আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে জগদ্দল পাষাণ মূর্ত্তির মতো তার পিঠে বসে রইলো।

আলোকদা' সেই যুবককে বল্‌ল, ভয় নেই, ঘাবড়িও না ভাই! আমি কুমীরটার চোখের দফা রফা করে দিয়েছি। চোখের যন্ত্রনায় এখনই বাছাধন হাঁ করে খাবি খাবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার পা ওর মুখ থেকে বার কোরে নেবে।

আলোকদা' কুমীরের চোখের ভিতর তার সুদৃঢ় দীর্ঘ আঙ্গুল তুটো আরও এক ইঞ্চি বসিয়ে দিলো। এবার কুমীরটী যন্ত্রনার চোটে গোঁ গোঁ করতে করতে তীরের দিকে ছুটতে লাগলো। জলের ভেতর এক তুর্দ্দান্ত শত্রু তার ঘাড়ে চেপেছে, তীরে উঠলে যদি সে মুক্তি পেতে পারে এ আশায় সে তীরে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হোল।

কুমীর মুখব্যাদান করবামাত্র আলোকদা' বল্লে—এবার শীগ্‌গির পা বের করো তোমার।

আলোকদা' ফস্ করে কুমীরের চোখ তুটি ছেড়ে দিলো, এবং পর মুহূর্ত্তেই তার মুখের ঊর্দ্ধাংশ তু হাতে চেপে ধরে তার কাঁধের ওপর এক পা রেখে, অন্য পা তার মুখের হাঁ-য়ের মধ্যে পুরে দিয়ে, কাঠুরে যেমন করে কাঠ ফাড়ে, তেমনি করে কুমীরটার মুখ-বিবর অধিকতর উন্মুক্ত করে

তার চুয়াল ফাড়বার উপক্রম করলো। সেই ভীষণ আকর্ষণে কুমীরের মাথা তার পিঠের দিকে এসে পড়লো।

আলোকদার প্রচণ্ড আকর্ষণে কুমীরটার দু'কশের

মাংস চড়্ চড়্ করছিল। 'চড়াং' কোরে তার দু কশ ফেড়ে হাড় বের হোয়ে এলো। তার মাথা তারই পিঠের উপর উল্টিয়ে পড়লো এবং তার লাঙ্গুল প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হোতে লাগলো। করাতের দাঁতের মতো কুমীরের সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হোয়ে শুভ্র কান্তি প্রকাশ করতে লাগলো।

আলোকদা' যুবকটিকে বল্লে—শীগ্‌গির কিনারায় যাও, ভাই! ডাঙ্গায় উঠতে পারলেই তুমি নিরাপদ।

কুমীরটি পূর্ব্বেই অন্ধ হোয়ে ছিল, এবার তার দু'কশ

ফেড়ে শোণিতের স্রোত বইল ; নদীর জল বহু দূর পর্য্যন্ত রক্তে লাল হোয়ে গেলো। আলোকদা' কুমীরের মুখ ছেড়ে দিয়ে তার পিঠ থেকে যুবকের পাশে লাফিয়ে পড়লো এবং তাকে দু'হাতে কোরে তুলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তীরে উঠলো।

কুমীরটি কিছুকাল মৃতবৎ জলে ভাস্‌তে লাগলো, তার পর জলের ভেতর দু' একটা পাক দিয়ে ধীরে ধীরে নদীগর্ভে অদৃশ্য হল।

—চৌদ্দ—

রোজাদের বশ্যতা স্বীকার

যুবকটি নদীকূলে লুটিয়ে পড়ে নিস্প্রভ নেত্রে আলোকদার দিকে চেয়ে বল্লে, আমার জীবনে এরকম অসম সাহসিকতা কখন দেখিনি ! আমি তো মরেই গিয়েছিলুম। আপনি—আপনিই আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। কি বলে যে আপনাকে—

আলোকদা বল্লে,—ধন্যবাদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করবার কোন প্রয়োজন নেই। আমারা শীগ্‌গিরই আপনার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করছি।

যুবকটি বল্লে, আপনি নিজের জীবনকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলে, আমার বিপন্ন জীবন রক্ষা করেছেন। অথচ আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পায়ের হাড় আমার একেবারে ভেঙে গেছে। আমার নাম সলিলকুমার সান্ন্যাল আমি ভারত থেকে এসেছিলুম 'ডুবুরী' হিসেবে ! এই আরাসাংগোর কোথায় একটা 'দ' আছে—তাতে নাম্‌তে হবে কোনো একটা কাজের জন্যে। আমার সঙ্গে মিঃ পূর্ণ চক্রবর্ত্তী এসেছিলেন ; কিন্তু এখন তিনি এই অসভ্য জাম্বালীদের হাতে বন্দী। খেতে বড় তিনি

কষ্ট পাচ্ছেন, আর এরা ভালো খাবারই বা পাবে কোথায়? আজকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে আমি একেবারে পালিয়ে এসেছি! কিন্তু নদীর ধারে এ সকল বন্য জাতি আমায় দেখে ফেলে এবং বর্শা ছোঁড়ে। বর্শা একটা আমার ঘাড়ে বিঁধে গিয়েছিল; মরতে মরতে আমি বেঁচে গেছি।

আলোকদা' বল্‌লো দেখুন মিঃ সান্ন্যাল, আমার কথা বোধ হয় পূর্ণর কাছে শুনে থাকবেন, আমার নাম আলোক, এদের নাম মায়াতরু আর একবল। পূর্ণর পত্রে সমস্ত জেনে তবে আমরা এখানে এসেছি। ওর নিকটে তো আপনি ছিলেন; বলুনতো—এখন আমরা মুক্তোগুলো উঠিয়ে নেবো, না আগে পূর্ণকে উদ্ধার করব? সলিল বল্লে,—হাঁ আগে মুক্তো তুল্‌বেন। এটা তারই ইচ্ছা আমি জানি। ওঃ কী কষ্ট হচ্ছে আমার।

আলোকদা' বল্লে,—এখন আমাদের সঙ্গেই আপনি থাকবেন কি মিঃ সান্ন্যাল!

আলোকদা' তার ক্ষত বিক্ষত পা দেখ্‌তে লাগলো। কুমীরের ধারালো দাঁতে তার পায়ের বহু স্থান ফুটো হয়ে গেছে। আঘাত ততো সাংঘাতিক হয়নি। সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা পেলে মিঃ সান্ন্যাল বেঁচে যাবেন। তার কাঁধে

বর্শার আঘাতে যে ক্ষত হোয়েছিল, তাতে কিছুদিন তাকে ভোগাবে।

কয়েকজন জাম্বালী যুবক নদীর অন্যধারে দাঁড়িয়েছিল। তারা আলোকদার অনুষ্ঠিত অসম সাহসের কাজ দেখ্‌ছিল। আলোকদাকে কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়েছিল্‌। মানুষের শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে এ তাদের ধারণাতীত। তারা মনে করলো, লোকটা একজন খুব বড় রোজা,—না হয় দেবতা। মানুষ কিছুতেই হোতে পারে না।

আলোকদা উচ্চৈঃস্বরে বল্লেঃ—তরু, একটা ডোঙ্গা পাঠিয়ে দাও এ-পারে।

তরু একটা ডোঙ্গা, একজন যুবক জাম্বালীকে দিয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিলো।

আলোকদা' যুবককে কোলে তুলে নিয়ে ডোঙ্গায় উঠলো; এবং ডোঙ্গা এপারে এলে সে যুবককে কাঁধে করে ডোঙ্গা থেকে নেবে পড়লো।

নদীর পার থেকে ওপরে উঠে আস্‌তেই এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেলো। সকল জাম্বালী যুবক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আলোকদা' তাদের সুমুখে আসতেই তারা কি একটা ধ্বনি ক'রে তাদের হাত মাথার

ওপর থেকে মাটি পর্য্যন্ত নামিয়ে অভিবাদন করল। আলোকদা' চোখের পলকেই বুঝতে পারল, তাকে ওদের দেশের রোজা বা দেবতাদের চেয়ে বড় মনে করে ওরা তাকে সন্মান দেখাচ্ছে। আলোকদা' তাদের কঠোর স্বরে বল্লে—"তোরা এখনি তোদের রোজাদের ধরে নিয়ে আয়। যা কুকুরের দল।" কথাগুলো অবশ্য স্বাহেলী ভাষাতেই বল্লে। ভয়ে ভয়ে তারা সবাই চলে গেল। আলোকদা' তরুকে বল্লে—শীগ্‌গির এক ঘটি জল এনে দাও। আর সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের বাক্স, ব্যাণ্ডেজ, লিণ্ট, এন্টিসেপ্‌টিক, ব্রাণ্ডি দিয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে জাম্বালী যুবকেরা তাদের সমস্ত রোজাদের রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিয়ে এলো! তাদের মোট সংখ্যা অন্ততঃ ২০।২৫ জন!

আলোকদা' জাম্বালী যুবকদের তাদের নিকট থেকে তফাতে যেতে আদেশ করলে। ভয়ে ভয়ে জাম্বালীরা সরে গেল দূরে। তখন আলোকদা' রোজাদের গিয়ে বল্লে— ওরে বদমাশ কুকুরের দল! বড় যে গুণতে শিখেছিস্,— এখন? তারপর তার কণ্ঠের স্বর একটু নীচু করে বল্লে— দেখ্—আমরা তোদের দেশে বাস করতে আসিনি। বুঝতে পারছিস্—শয়তানের দল। যে পর্য্যন্ত না আমি সমস্ত মুক্ত

তুলতে পারছি সে পর্যান্ত তোরা এখান থেকে যেতে পারবি নে। শুনলি ?

দু' চার জন জাম্বালী রোজা মাথা নেড়ে আলোকদার কথায় সায় দিলে।

যাক ! বাঁচা গেল এসকল রোজা আপদ গুলোর হাত থেকে সবাই মনে মনে বল্‌লো !

ভোরে আলোকদা মায়াতরুকে সঙ্গে নিয়ে 'দ'এর মধ্য স্থলে, যে ভেলা রক্ষিত ছিল, তাতে আরোহণ করলো। ভেলার চারি পাশে আরাসাংগো নদীর জলরাশি কল কলনাদে প্রবাহিত হচ্ছিল। 'দ'এর জল অত্যন্ত গভীর, জাম্বালীরা এই 'দ'কে অতল স্পর্শ বলে মনে করতো। আলোকদা' 'দ'এ নেমে ডুবে মরবে না, বা তাকে কুমীরেও মারতে পারবে না—এ কথা তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি। আলোকদা' 'দ'-এর ভেতর নামবার জোগার-যন্ত্র করতে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তখন ঊষাকালে প্রকৃতি নিস্তব্ধ ছিল। আলোকদা' ভেলার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো,— "অসভ্য নর-নারীগণ আমি আজ এই-'দ'এর জলে নেবে মুক্তো সংগ্রহ করবো। একাজ তোমরা কখনও দেখেছি ?— যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখ আজকে অসাধারণ

শক্তিশালী সুবিখ্যাত আলোক আরাসাংগো নদীর এ অতলস্পর্শী 'দ'এ নামবে। আমি স্বেচ্ছায় এই'দ'এ ডুব দেবো। যদি আমি এক ঘণ্টায় জলের মধ্য থেকে না উঠতে পারি তা'হলে—" তরু আলোকদার বাগাড়ম্বরে বাধা দিয়ে বল্‌লে—আলোকদা' তোমার অভিনয় থামাও এখন। একি অভিনয় করবার সময় ?

আলোকদা' বল্‌লে,—হ্যাঁ, তা বটে, বেশ—শোন তরু,—আমার জীবন নির্ভর করছে তোমার উপর, কারণ বায়ু-প্রবাহের নলটি তুমিই পরিচালনা করবে।

তরু বল্লে, হ্যাঁ সে আমার জানা আছে।

আলোকদা' ডুবুরীর পোষাক পরতে লেগে গেল। সাধারণ ডুবুরীর পোষাকের ন্যায় এ পোষাক নয়। এটা উজ্জ্বল বর্ণ, ধাতু নির্ম্মিত ; শিরস্ত্রাণটি চতুঃষ্কোণ। মুখের সম্মুখে একটি জানালা ছিল। মাথার ওপর একটি উজ্জ্বল আলোকোৎপাদক বিজলি-বাতি ছিল। এ আলোকে ডুবুরীরা নদীর জলের প্রত্যেকটি দ্রব্য দেখতে পায়।

সাধারণ ডুবুরীরা অত্যন্ত সাধারণ পোষাক পরিধান করে। সে পরিচ্ছদে তারা ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত নীচে নেমে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। আবার দরকার হলেই চট্‌ পট্‌ ওপরে উঠে আসতে পারে। বায়ুর চাপের উপর সকলেই

নির্ভর করে। ডুবুরীকে বেশী নীচে নামতে হলে, যে কারণেই হোক তার রক্তের সঙ্গে নাইট্রোজেন মিশে যায় ; তার রক্তে বাষ্প অনুপ্রবিষ্ট হয়।

তরু আলোকদাকে জিজ্ঞেস করলে, 'দ'এর তলা থেকে ওপরে উঠতে তোমার কত সময় লাগবে ?

আলোকদা' বল্লে,—সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে কোনো যে বাঁধা বাঁধি নিয়ম আছে সে আমার মনে হয় না। তোমাকে বলে যাচ্ছি, আমাকে তোলবার জন্য সঙ্কেত করবামাত্র তুমি আমাকে তুলতে আরম্ভ করবে। কিন্তু সাবধান! স্মরণ রাখবে,—যদি আমি ১০০ফিট নীচে থাকি তাহলে তুমি একটানে আমাকে ৭৫ফিট তুলবে ; তার পরে আমাকে ৫ মিনিট বিশ্রাম করতে দেবে ;—কথাটা ভুলে যেয়োনা।

তরু বল্লে,—না-না, কথাগুলো মোটেই ভোলবার নয়।

আলোকদা' বল্লে—তারপর আর ১০ ফিট আমাকে টেনে তুলবে। সেস্থানে আমাকে আবার ১০ মিনিট—বিশ্রাম করতে হবে। ১০ মিনিট পরে আবার ১০ ফিট উপরে তুলবে। এভাবে তুমি ৯৫ ফিট তুলবে। তারপর তুমি আমাকে ৫ফিট জলে ভাসতে দেখতে পাবে। জলের ওপর ঐ ভাবে আমাকে পুরো আধঘণ্টা ভাসিয়ে রাখবে।

আমার কথাগুলো তোমাকে সতর্কভাবে পালন করতে হবে তরু! যদি তুমি আমাকে খুব বেশী তাড়াতাড়ি টেনে তোলো, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আমাকে যদি জলের ওপর ভাসতে হয়, তা হলে অবসাদে মর মর হব। তখন তাড়াতাড়ি আমাকে আবার জলের মধ্যে নামিয়ে দেবে। এমন না করলে আমার বিপদ ঘটাবে।

তরু বল্লে,—আমি কলটি একবার পরীক্ষা করে দেখি।

আলোকদা' বল্লে,—যাহোক আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আমাকে ওপরে টেনে তুলবে। আর একটা কথা,—রোজাদের দিকে লক্ষ্য রাখবে। ওদের বিশ্বাস নেই।

মিনিট কয়েক পরে আলোকদা 'দ'এর জলে নেবে পড়লো। যন্ত্রের পরিচালনায় কোন বিঘ্ন ঘটলো না। আলোকদা' নির্ব্বিঘ্নে জলের ভেতর নেমে যেতে লাগলো। আলোকদার জীবনে এ কাজ তার প্রথম এবং বোধহয় শেষ। সে পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করেছে, এরোপ্লেনের সাহায্যে উর্দ্ধাকাশেও ভ্রমণ করেছে। কিন্তু গভীর জলাশয়-গর্ভের দৃশ্য সে কখনও কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি; এজন্য সে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে চতুর্দ্দিক দেখতে দেখতে 'দ' এ অবতরণ করতে লাগলো।

আলোকদা, ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর অংশে

নামতে লাগলো। তার চারিদিকে নির্ম্মল জলরাশি। 'দ'এর অধিক নীচে সে একটি কুমীরও দেখতে পেলো না। কারণ কুমীর প্রভৃতি জলচর জন্তু জলের অধিক নীচে নামে না। তারা জলের ওপরেই বিচরণ করে। কয়েক জাতীয় মৎস্য সেই গভীর জলে তার দৃষ্টি গোচর হল মাত্র। কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্যের ন্যায় তাদের বৈচিত্র্য আকৃতি লক্ষিত হল না। প্রথমে সম্মুখস্থ আলোকের আভা সবুজ দেখাচ্ছিল ; কিন্তু তা' অত্যন্ত স্বচ্ছ। পরে স্বচ্ছতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগলো। অবশেষে চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হয়ে গেলো।

আলোকদা' সেই অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে তার শিরস্ত্রাণ-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক বাতীর সুইচ্‌ টিপলে, সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোকের তরঙ্গে চারিদিক উদ্ভাসিত হলো। আলোকদা', মাপের রজ্জুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলে,—সে মোট ৪০ ফিট নেমেছে ক্রমে ক্রমে সে ৬০ ফিট ৭০ফিট নেমে গেল। কিন্তু জলের তলদেশের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

তরু ভেলার উপর দাঁড়িয়ে চিন্তাকুল চিত্তে জলের দিকে চেয়ে ছিল। আলোকদা' তখন পর্য্যন্ত থামাতে ইঙ্গিত না করায় এবং ক্রমাগত নীচে নেমে যেতে দেখে তরু

অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। আলোকদা' ৭০ ফিট্ নীচে নেমে আরও নীচে নামছে। 'দ' কি অতল স্পর্শ ?

তরুর আশঙ্কা হচ্ছিল,—আলোকদা' জীবিত অবস্থায় আর ওপরে আসতে পারবে না। 'দ'এর তলায় পৌঁছবার পূর্ব্বেই হয়তো তার প্রাণ বিয়োগ হবে। ক্রমে ক্রমে ৮০ ফিট, ৯০ ফিট, শেষে ১০০ ফিট। ওঃ কী সর্ব্বনাশ! এ কী ভীষণ ব্যাপার!—তরুর মাথা ঘুরে গেলো, তার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হলো।

আতঙ্ক বিহ্বল স্বরে তরু বল্‌লে,—এ যে বড় ভয়ানক ব্যাপার! ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আলোকদা' ১০০ ফিট নেমে গেলো, এখনও নামছে! তবে কি—তবে কি—সে আর ভাব্‌তে পারলো না, হতভম্ব হয়ে শুধু বল্‌তে লাগ্‌লো অসম্ভব এ অসম্ভব ব্যাপার!—এখন আমি কী করব!

মিনিট কয়েক পরে হঠাৎ আলোকদার সঙ্কেত পেয়ে তরু চম্‌কে উঠ্‌লো এবং উৎসাহ ভরে 'পম্প' করতে লাগলো। সে ভাবলে,—আলোকদা' এতক্ষণে 'দ'এর তলায় পোঁচেছে। সেখানে সে কি দেখছে—তলাটা কেমন—মুক্তো পাওয়া যাবে তো ? আমিতো কিছুই বুঝছি না।

আধঘণ্টা অতীত হোলো। এ-আধঘণ্টা তরুর কাছে এক যুগ দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে

সিক্ত হল ; সে হাঁপাতে লাগল। তার সাহস তার আশা ভরসা সমস্তই বিদূরিত হল। প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশঙ্কা করতে লাগলো, আলোকদা' আর উঠ্‌তে পারবে না, তার জীবনের চিহ্ন—

হঠাৎ সে বুঝতে পারল আলোকদা' তাকে টেনে তুল্‌তে নিষেধ কোরছে! কিন্তু—কেন··· ?

—ষোল—

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

'দ'-তো নয়—যেন সমুদ্র ! জলের নীচে সমুদ্রজাত শৈবাল রাশিতে আচ্ছাদিত। যা হোক সতর্ক দৃষ্টিতে আলোকদা' তলায় নাম্‌তে লাগলো। এমন সময় কতক গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীরের মতো গিরগিটি দেখে তার চোখ কপালে উঠলো। তাদের কতকগুলো চারদিকে সাঁতার দিচ্ছিল। আবার কতকগুলো সাঁতার কেটে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছিল। কি ভীষণ বিকটাকার তাদের দেহ ! এক একটার ওজন অন্ততঃ ১৪।১৫ মণের কম নয়। তারা পেছনের পা দিয়ে ভীষণ বেগে জলের ভেতর বিচরণ করছিল। এদের মুখ-বিবর প্রকাণ্ড। এই মুখ দিয়ে এরা শীকার ধরে রাখে।

আলোকদার জানা ছিল, কোনো ডুবুরী সমুদ্রগর্ভে অবতরণ কোরে, কোন মাছ অথবা হাঙ্গর দেখে একটুও নড়া চড়া না করে, এক জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হোলে হাঙ্গর্ অথবা মাছ তার অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত হোলেও তাকে আক্রমণ করে না ; বরং তার আকার প্রকার দেখে দূরে পালিয়ে যায়।

আলোকদা' জলের মধ্যে গির্‌গিটি দেখবামাত্র স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, হাত-পা নাড়লে না। একটি গির্‌গিটি আলোকদার কাছে এসে তার সর্ব্বাঙ্গ একবার পর্য্যবেক্ষণ করে দূরে চলে গেলো। আলোকদার অঙ্গ স্পর্শ করতে তার সাহস হলো না। আলোকদা' তাকে ঊর্দ্ধে তোলবার জন্যে ইঙ্গিত করতে উদ্যত হবে—ঠিক এমন সময় এক ঝাঁক গির্‌গিটি তার কাছে এসে দাঁড়ালো। আলোকদা' নড়া চড়া বন্ধ করে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। যদি সে তাকে টেনে তোলবার জন্যে ইঙ্গিত করতো, তা হলে সে অর্দ্ধ-পথ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই গির্‌গিটিগুলো তাকে আক্রমণ করতো।

যা হোক, এ সমস্ত শয়তান জলচর জন্তুগুলো দূরে চলে গেলে আলোকদা' তাকে টেনে তোলবার জন্যে তরুকে ইঙ্গিত করলো। তার ইঙ্গিত অনুসারে আলোকদাকে তরু টেনে তুলতে লাগলো; আলোকদা' নদীথেকে প্রায় ৯০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠেছে,—এমন সময় একটা বিশালকায় কাছিমের মত মাকড়সা আলোকদার মাথার ঠিক ওপরেই ভেসে উঠল; তখন সে মাকড়সার পেটের তলায় ঝুলছিল।

আলোকদার অবস্থা তখন কিরূপ সঙ্কটজনক তা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। টেনে তুলতে তখন সে তরুকে

নিষেধ করলো ; কারণ, সে মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝতে পেরেছিল, তরু তাকে টেনে তুলতে আরম্ভ করলেই সেই দড়ী এবং
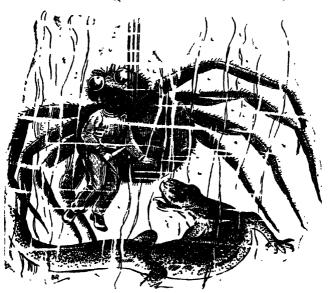
বায়ু নল ১৩।১৪ মণ ভারী প্রকাণ্ডকায় মাকড়সার ভার সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে যাবে, তার ফল কিরূপ ভীষণ হবে তা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

মিনিট তিনেক পরে পুনর্ব্বার আলোকদা' নদীগর্ভে

নামিয়ে দিতে তরুকে ইঙ্গিত করলে। তরু পুনর্ব্বার তাকে নামিয়ে দিতে লাগল। আলোকদা' মাকড়াসার মুখে আবদ্ধ হয়ে নদীগর্ভে অবতরণ করতে লাগল।

সে মাকড়সার দেহ এরূপ প্রকাণ্ড—কোন কাকের মুখে আবদ্ধ হলে ফড়িঙের যেমন অবস্থা হয়, আলোকদার অবস্থাও সেরূপ হল। আলোকদার দেহ তার মুখের চাপে ক্রমশঃ নিষ্পেষিত হতে লাগল। শ্বাসরোধের উপক্রম হল। আলোকদার অস্থি পঞ্জর সে ভীষণ চাপে মট্ মট্ শব্দ করছে। এ বিপদের ওপর আলোকদার আর একটি আশঙ্কা প্রবল হল। আলোকদা' বুঝতে পারলে, তরু যদি মুহূর্ত্তের জন্যেও সন্দেহ করে, আলোকদা' কোন রকমের বিপদে পড়েছে তা হলে তার ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা না করেই তাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলবেই। তার ফলে রজ্জু ছিড়ে যাবে এবং সে ভীষণ জীবের কবল হতে আর তার উদ্ধারের কোন উপায় থাকবে না। মৃত্যু তার অনিবার্য্য।

আলোকদা' অস্থির হয়ে উঠল। তার মুখবিবর হতে মুক্তি পাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু যতই সে নড়া চড়া করতে লাগল, মাকড়সাটা আলোকদাকে নির্জীব করবার জন্যে ততই জোরে চাপ

দিতে লাগলো—যাহোক অনেক চেষ্টার পর ভাগ্যক্রমে আলোকদা' তার ডান হাতখানি মাকড়সার মুখ-বিবর থেকে বের করে নিতে সমর্থ হল ; তখন সেই হাত দিয়ে অতি কষ্টে সে কোমরবন্ধ হতে তার তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি বের করে মাকড়সার মুখের উপর আমূল বসিয়ে টেনে নিলো এবং তার শরীরের যেখানে পাচ্ছিল দু তিনবার খোঁচা মারলে ; কিন্তু কায়দামত আঘাত করতে না পারায় সে খোঁচা তেমন কার্য্যকরী হল না।

কিন্তু এ সামান্য খোচাতেই আলোকদার বিপদ আরো বেড়ে গেল। মাকড়সটার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হতে লাগলো। ছোরার আঘাতে সেই রাক্ষসটা ক্রুদ্ধ হয়ে জলরাশি আলোড়িত করতে লাগল এবং আলোকদাকে তার মুখের ভেতর আটকিয়ে ধরে, আরও অধিক জোরে চাপ দিতে আরম্ভ করলে। সে দারুণ পেষণে প্রাণ তার বের হয়ে যায় আর কি !

আসন্ন মৃত্যুর জন্যে আলোকদা' প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময় সেই প্রকাণ্ড মাকড়সাটাকে কে যেন ছোঁ মেরে চক্ষুর নিমেষে দূরে টেনে নিয়ে গেল ! সেই আকস্মিক আকর্ষণে আলোকদা' তার মুখবিবর থেকে স্খলিত হল। আলোকদা'র মনে হল, যেন কোন দৈত্যের প্রচণ্ড তাড়নে,

বাত্যাচালিত শুষ্ক বৃক্ষ পত্রের ন্যায় সে দূরে নিক্ষিপ্ত হল। আলোকদা' স্তম্ভিত-হৃদয়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে দেখলে, কিছুকাল পূর্ব্বে যে গিরগিটির দল তার পাশ দিয়ে চলে গেছে—তারা সেই মাকড়সাটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এক টুকরা মাংসের জন্যে কুকুরগুলার মধ্যে যে রকম কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়, ঠিক সেই অবস্থা।

আলোকদা' গিরগিটিগুলোর এ বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারলো। মাকড়সাটার মুখে ছোরার আঘাত করে ছিল, আঘাত সামান্য হলেও তাতে রক্তপাত হয়েছিল। গিরগিটিগুলো সেই রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মাকড়সাটাকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে একাকী কি করবে? মিনিট কয়েকের মধ্যে মাকড়সার রক্তে সমুদ্রের জল বহু দূর পর্য্যন্ত লাল হয়ে গেল।

তারা যুদ্ধ করতে করতে কিছু দূরে চলে গেলে আলোকদা' তরুকে ইঙ্গিত করল, তাকে টেনে তুলতে; তরু তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে ওপরে তুলতে লাগলো।

সতেরো—

পুনরায় 'দ'এর জলে

পনের মিনিটের মধ্যে আলোকদা' 'দ'এর ঊর্দ্ধে উঠে ভেলার অদূরে ভাসতে লাগলো। সে তার শিরস্ত্রাণের ঊর্দ্ধাংশ অপসারিত করলে।

তরু তার দিকে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলে,—কি আলোকদা', কি হল ? কাজ হাসিল তো ?

হাঁপাতে হাঁপাতে আলোকদা' বল্লে,—শীগ্‌গির আমাকে তুলে নাও, আগে এ পোষাক খুলে ফেলি। বাতাস চাই, বাতাসের অভাবে প্রাণ যায় আমার! অসহ্য, অসহ্য! শীগ্‌গির আমাকে এ খোলস থেকে বের করে মুক্তি দাও।

তরু আলোকদা'কে ভেলার উপর টেনে তুললে; তারপর তার দেহ থেকে প্রকাণ্ড ডুবুরীর পোষাক অপসারিত করলো। আলোকদা' হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বলতে লাগলো।

উঃ, আমার বুক ফেটে গেল। আমার দফা রফা হয়েছে! উঃ কি কঠোর—কি কঠোর, কি ভীষণ পরীক্ষা!

আলোকদা' চক্ষু মুদে পড়ে রইল; তরু আর তাকে

কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সেই ডুবুরীর পরিচ্ছদে দীর্ঘকাল আচ্ছাদিত থাকায় তার প্রাণ অস্থির হয়ে ছিল। সেই যন্ত্রণা সহজে নিবৃত্তি হল না। কিন্তু খানিক পরে আলোকদা' বল্লে, হ্যাঁ এখন একটু ভাল বোধ করছি। আমার মনে হয়ে ছিল,—এবার আর নিস্তার নেই। প্রাণ বের হয় আর কি,—উঠে এসেছি সেটা কত ভাগ্যির কথা?

ব্যাকুল হয়ে তরু বল্লে,—'দ'এর তলায় পৌঁছতে পেরেছিলে? মাটী পেয়েছিলে তো?

আলোকদা' বললে,—হ্যাঁ, 'দ'এর তলায় মাটী পেয়েছিলুম। কিন্তু—কিন্তু······

তরু বল্লে,—ভূমিকা ছেড়ে কথা কও, আলোকদা'। কিন্তু! কিন্তু, কি?

আলোকদা' সকল কথা তরুকে বল্‌লে।

আলোকদা' বললে,—স্থানটি পরীক্ষা করে আসলুম। মুক্তো খোঁজবার সুযোগ পাই নি! সেগুলো সংগ্রহ করতে হলে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে নাম্‌তে হবে। আলোর ব্যবস্থা আরও ভাল করতে হবে। একটি "সার্চ্চ-লাইটের" প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে যে "সার্চ্চ-লাইট" আছে সেটাই চলবে। সেই আলো নিয়ে পুনর্ব্বার আমাকে 'দ'এ নামতে হবে।

যাত্রা করার পূর্ব্বে আমরা একটি ব্যবহার যোগ্য ‘সার্চ্চ-লাইট’ বহু অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করে এনেছিলুম। এ-‘সার্চ্চ-লাইট’টির বহু সহস্র বাতির আলোক-স্ফুরণের শক্তি ছিল।

সেই সার্চ্চ-লাইট ব্যবহারোপযোগী করে আলোক দা’ যখন পুনর্ব্বার ‘দ’এর জলে নামবার জন্যে প্রস্তুত হল— তখন প্রভাত অতীত প্রায়। আলোকদা’ বল্‌লে,— আজ বোধ হয় আমাদের আশা পূর্ণ হবে না। সেই সকল মুক্তো যে এখনও সে জায়গায় আছে, নদীর স্রোতে যে বহু দূরে ভেসে যায় নি—সেই বা কে বলতে পারে ?

তরু বল্লে,—লুতাংগা বলে গেছে, মুক্তোগুলো ওই জায়গায়ই আছে। তুমি আর একবার নক্সাটা দেখে, নেমে যাও।

আলোকদা’ কিছুকাল বিশ্রাম করার পর পুনর্ব্বার সেই ‘দ’এ নেমে গেল। এবার সে ‘সার্চ্চ-লাইট’ নিয়ে নদী গর্ভে প্রবেশ করলো।

সর্ব্বনাশ! জাম্বালী কুকুরেরা যে দেখছি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে! আবার কি ওরা বিদ্রোহীতা করবে ?

যাঁরা ডুবুরীদের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন—তাঁরা জানেন, ডুবুরীরা যে সকল সামগ্রী জলের নীচে তুলতে যায়, তা তারা অনেক চেষ্টায় খুঁজে বের করে। আবার সময় সময় সৌভাগ্যবশতঃ বিনা চেষ্টায় তা মিলে যায়। আলোকদার সৌভাগ্যবশতঃ তাকে নদী গর্ভে বেশীক্ষণ 'সার্চ্চ-লাইটের' সাহায্যে অধিক দূর যেতে হল না। সে কয়েক মিনিটের মধ্যে মহামূল্য মুক্তোরাশিপূর্ণ একটি সেকেলে বাক্স দেখতে পেলে। বাক্সটার ঢাকনি জলের স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে। বাক্সটা আছে উপুড় হয়ে, তার তলায় আছে মুক্তোরাশি! কত দিন ধরে মুক্তোগুলো এ জায়গায় পড়ে আছে তা কে বলতে পারে! আলোকদা' এর আবিষ্কার দৈবানুগ্রহ বলেই মনে করলে। এতে তার কোন কৃতিত্ব ছিল বলে বিশ্বাস করল না। কারণ সে জান্‌ত হয়তো মুক্তোর জন্যে তাকে বহু বার নদী গর্ভে নামেত হবে, এবং হয়তো তাতেও সে কৃতকার্য্য হতে পারবে না। কিন্তু, দ্বিতীয়বার জলে নেবেই মুক্তো-গুলো সে দেখতে পেল,—এটা এতই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সে স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চেয়ে রইল, চক্ষুকে তার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না।

আলোকদা' 'দ'এর নিম্নস্থিত মাটী স্পর্শ করে চারি-

দিকে সার্চ্চ-লাইটের' আলো ফেল্‌তে লাগলো। প্রায় ১৪।১৫ গজ দূরে অসমান কর্দ্দমের ওপর একটি কৃষ্ণবর্ণ জিনিষ দেখে আলোকদা' তার উপর 'সার্চ্চ-লাইটের' তীব্র রশ্মি নিক্ষেপ করলে। সেটা একটা সেকেলে কাঠের বাক্স ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মুক্তোর বাক্স এত শীগ্‌গির পাওয়া যাবে—এ আশা আলোকদা' করতে পারেনি। সে সেই বাক্সের নিকটে গিয়ে সেটা পরীক্ষা করলে। সে বুঝতে পারলে মুক্তো-গুলোর মূল্য অত্যন্ত অধিক।

আলোকদা' আনন্দে অভিভূত হয়ে মনে মনে বল্‌লে, "মুক্তোগুলো এত সহজে পাওয়া যাবে,—এ যে ভাব্‌তে পারিনি! কিন্তু কত বছর হল এস্থানে এ মুক্তোগুলো পড়ে আছে, দূরে ভেসে যায় নি, এর কারণ—? 'দ'এর গভীরতা অত্যন্ত অধিক বলে মনে হয়। বর্ষার জলে প্রতি বছর নদীর দু'কূল প্লাবিত হলে, এবং নদীর ওপরে স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রখর হলেও, নদী গর্ভের এ-অংশের জলে কখনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। এবং এ'জন্যেই বাক্সের ঢাক্‌নি বোধ হয় পচে গলে গেছে।"

আলোকদা' ভাবলে,—এই 'দ'এর যে স্থানটি চিহ্নিত আছে, আমি ঠিক সেই স্থানে নেমেই মুক্তোগুলো

পেয়েছি, এত শীগ্‌গির যে কার্য্যোদ্ধার হবে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আলোকদা' মুক্তোপূর্ণ ছোট্ট ভাঙ্গা বাক্সটি পরীক্ষা করে বাক্সটি সাবধানে পকেটে পুরলো। ক্রমে ক্রমে ১০০ ফিট, ৯০ ফিট, ৭০ ফিট, ৬০ ফিট, ৪০ ফিট, ৩০ ফিট, তারপর হঠাৎ আলোকদা' অনুভব করলে—বায়ু নলে বায়ুর প্রবাহ যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়েছে! তাকে মরতে হবে—মরতে হবে! জলের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে তাকে মরতে হবে!!

—আটারো—

ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা

এদিকে জাম্বালীগুলো বেশ চঞ্চল হয়ে উঠে ছিল। আলোকদা'র ইঙ্গিত পেয়ে তরু তাকে টেনে তুলতে লেগে গেছে। এমন সময় সে দেখতে পেলে জাম্বালীগণ হুঙ্কার দিয়ে ভেলার ওপর এসে পড়েছে এবং তাদের একজন একটি তীক্ষ্ণধার কুড়ুল দিয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে আলোকদার বাঁচবার শেষ অবলম্বন বাষ্প নল দুইটী কেটে ফেললে। দ্বিখণ্ডিত হবামাত্র একটির ছিন্ন অংশ বিশালকায়, সর্পের বিচ্ছিন্ন দেহার্দ্ধের ন্যায় জলের ভেতর পড়ে গেল এবং তার অভ্যন্তরস্থ বাষ্প রাশি সবেগে জল ভেদ করে উদ্গত হওয়ায় ভেলার প্রান্তস্থিত জলরাশি অসংখ্য বুদ্‌বুদে আচ্ছন্ন হল। অন্য নলটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ভেলার ওপর পড়ে রইল।

তরু ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল; এ ভীষণ বিশ্বাসঘাতক পিশাচদের হৃদয়ে বোধ হয় একটু অনুতাপেরও সঞ্চার হল না। ক্রুদ্ধ তরু তার রাইফেল তুলে যেমনি গুলী করতে যাবে অমনি একজন তাকে জড়িয়ে ধরে নদীর মধ্যে নিয়ে গেল। জাম্বালী যুবকেরা উন্মাদের মত হো হো করে হেসে উঠলো।

বায়ুনলের সঙ্গে টেলিফোনের তার এবং সাঙ্কেতিক রজ্জু বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। কেবলমাত্র চর্কি রজ্জুতে আলোকদা' সেই গভীর জলের মধ্যে ঝুল্‌ছিল! সেইটা ভিন্ন আর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না। একটি বায়ুনল জলে পড়ে ছিল, যেটি ভেলার ওপরে ছিল সেটা হতে বায়ুপ্রবাহ অতি ধীরে আলোকদার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করলেও তার শ্বাসরোধ অপরিহার্য্য; বিশেষতঃ যে নলটি জলে পড়ে ছিল, তার ভেতর জল প্রবেশ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলোকদাকে আচ্ছন্ন করবে, এবং অবিলম্বে তার মৃত্যু হবে বুঝে, অসভ্য জাম্বালী কুকুরগুলো হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। হঠাৎ তাদের মনে হ'ল আলোকদা' অসাধারণ বলবান; যদি সে চর্কি রজ্জু ধরে 'দ'এর ভেতর হতে উঠে আসে!

সুতরাং একটি জাম্বালী যুবক চর্কি-কলের রজ্জুটিও দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে যেমন কুড়ুল হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি নদীতীরে সহসা যে দৃশ্য তার দৃষ্টি গোচর হল, তা এমন আতঙ্কজনক যে, যুবক মুহূর্ত্তমধ্যে স্থান, কাল, এমনকি আলোকদার কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হল। সবাই দেখলে— নদীতীরে শ্রেণীবদ্ধ বহু সৈনিকের সমাগম হয়েছে, তাদের মস্তকে শিরস্ত্রাণ, প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল।

রাইফেলধারী অসংখ্য কৃষ্ণকায় ফৌজ ডোঙ্গারোহণে দ্রুত ভেলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগে যে ডোঙ্গাটী ভেলার নিকট এল তাতে সলিল এবং লুতাঙ্গা রাইফেল হস্তে বসে আছে, এবং তাদের পেছনে অসংখ্য সৈন্য—সকলেই লুকোঙ্গা জাতি। তারা মনে করল—স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বপ্ন নয়, সত্যই—যাদের তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কুটীরে আবদ্ধ করে ছিল, তারাই সসৈন্যে তাদের আক্রমণ করতে এসেছে। সর্ব্বনাশ!

সলিল "স্বাহিলী" ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো,—"শয়তান, কুক্কুরের দল! শীগ্‌গির, বায়ু-নল, জলে নাবিয়ে দে।"

লুতাঙ্গা সক্রোধে গর্জ্জন করে উঠলো,—"ওরে খুনে শয়তানের দল! তোরা কুড়ুল দিয়ে দুইটী নলই কেটে দিয়েছিস?"

সলিল লুতাঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে ভেলার উপর লাফিয়ে পড়লো। এই সঙ্কটময় স্থলে জাম্বালীদের সম্মুখে সহসা ভীষণ রণ হুঙ্কার উঠলো। সে শব্দ শুনে জাম্বালীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ণ করতে লাগলো। সলিল তাড়াতাড়ি নল দড়াদড়ি প্রভৃতি জলে নাবিয়ে দিলে বটে, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা বিফল হবে, এ তারা বুঝতে পারলে।

মিনিট কয়েক পূর্ব্বে সলিলের হৃদয় আত্মপ্রসাদে

পূর্ণ হয়েছিল। ভেবেছিল, শেষ খেলায় জাম্বালীদের পরাজয় এবং তাদের জয়। কিন্তু হায়! একি হলো—বন্য জাম্বালী কুকুরগুলো তার সাম্‌নে আলোকদাকে 'দ'এর জলে ডুবিয়ে মারলে! এ শোচনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভে দুঃখে ও নিরাশায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হল; ক্ষণিকের জন্য তার আত্ম-বিস্মৃতি ঘট্‌লো।

নদীবক্ষে জল বুদ্‌বুদ রাশি দেখে লুতাঙ্গা সেদিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে সলিলকে ব্যগ্রভাবে বললে,—"হুজুর, দেখুন—দেখুন—জলের ভেতর থেকে এখনও বুদ্‌বুদ উঠ্‌ছে! বড় হুজুরের অন্তিম শ্বাস জলের ভেতর হতে বুদ্‌বুদাকারে ভেসে উঠ্‌ছে! আহা! বড় হুজুর হার্‌কিউলিসের মত বলবান,—অদ্ভুত কর্ম্মা। বড় হুজুর শেষে বিশ্বাসঘাতকের হাতে 'দ'এর জলে ডুবে মরলো? কি কষ্ট!"

সলিল তার কথায় কর্ণপাত না করে লুকোঙ্গা সঙ্গীদের বল্‌লে,—"টানো, জোরে চর্কি ঘুরাও; হয়তো আলোকদা' বেঁচে নেই, তবুও সেই সর্ব্বশক্তিমানের অনুগ্রহে যদি তাকে জীবিত অবস্থায় টেনে তুলতে পারি।"

লুতাঙ্গা বল্‌লে,—"আর আশা! বেচারা বড় হুজুর, যেখানে নেমেছে, সেই স্থানের গভীরতা ভীষণ, আমরা তার মৃতদেহ মাত্র দেখতে পাব!—কি দুর্ভাগ্য!"

সকলেই আলোকদাকে নদীগর্ভ থেকে টেনে তুলতে ব্যস্ততা প্রকাশ করতে লাগলো।

আলোকদার ডুবুরীর পরিচ্ছদ ভেলার পাশে ওঠান হল। সলিল ব্যগ্রভাবে আলোকদার শিরস্ত্রাণটি খুলে ভেলার ওপর রাখলে। তাদের সকলেরই আশঙ্কা হল—ডুবুরীর পরিচ্ছদের ভেতর আলোকদার মৃতদেহ দেখতে পাবে। ডুবুরীর পরিচ্ছদের সহিত যে বায়ু নল দুইটী সংযুক্ত ছিল তা দ্বিখণ্ডিত হবার পর গভীর জলের ভেতর আলোকদা' শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে বলেই সকলেরই ধারণা।

সলিল ডুবুরীর পরিচ্ছদের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ভেতরে দৃষ্টিপাত করে, সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল স্বরে বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ! একি অদ্ভুত ব্যাপার?"

লুতাঙ্গা বল্‌লে,—কেন? কি দেখ্‌লেন? বড় হুজুর কি মারা গেছেন?

উনিশ

তীরে এসে তরী ডুব্‌লো

সলিল বল্‌লে—কি করে বলি? ডুবুরীর পোষাকের ভেতর মানুষ কই? খালি খোলসটাই যে ওপরে উঠে এসেছে! লুতাঙ্গা—বলতে পার আলোকদা কোথায়?"

লুতাঙ্গা বল্‌লে,—পোষাকের ভেতর লোক নেই? অদ্ভূত! অতি অদ্ভুত! পোষাকটা শীগ্‌গির ভেলার উপর তুলে ফেলুন, হুজুর।

সকলে সেই ভারী পোষাকটি টেনে ভেলার উপর তুলে ফেল্‌লো। পরিচ্ছদের মধ্যস্থলে ফাঁক, কেহ যেন ছিঁড়ে ফেলেছে। ধাতু নির্ম্মিত আবরণ বিদীর্ণ।

আলোকদা' কোথায়?—তা অনুমান করতে না পেরে সকলেই স্তম্ভিত হল।

রুদ্ধশ্বাসে লুতাঙ্গা বল্‌লে,—বড় হুজুর কি পোষাকের ভেতর থেকে বেরহয়ে পলায়ন করেছে?

সলিল বল্‌লে—হাঁ পলায়ন করেছে; এ পোষাকের অবস্থা দেখে কি অনুমান কর্‌তে পারছো না? বায়ু প্রবাহের নল দ্বিখণ্ডিত হলে আলোকদা' জাম্বালীদের বিশ্বাস-ঘাতকতা বুঝতে পেরেছিল। তার দেহে অসুরের মত বল ছিল; সে প্রাণের দায়ে যা করেছিল,—তার সাক্ষী ঐ নির্ব্বাক পরিচ্ছদটা।

লুতাঙ্গা বললে,—তবে কি আপনার অনুমান…বাধা দিয়ে সলির বল্‌লে,—অনুমান করবার কিছুই নেই লুতাঙ্গা। জলের ভেতর নিশ্বাস রুদ্ধ হলে প্রাণরক্ষার আর কোন আশা নেই বুঝে, আলোকদা' নিরাশায় ক্ষিপ্তবৎ

হয়ে এই পরিচ্ছদের কিয়দংশ অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করে ফাঁক দিয়ে বের হয়ে ছিল ; কিন্তু সে হয়ত 'দ'এর তলা থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওপরে উঠতে পারেনি। তার মৃতদেহ 'দ'এর নীচেই পড়ে আছে। কয়েক ঘণ্টা পরে তার মৃতদেহ আমরা জলের ওপর ভাসতে দেখতে পাব।—কিন্তু…

* * * *

আলোকদা' সেই জলাশয় থেকে উঠবার সময় বুঝতে পারলে—বায়ু নলে বায়ু প্রবাহ হঠাৎ রুদ্ধ হয়েছে ! তার

শ্বাসরোধের উপক্রম হল। জাম্বালীদের যে একাজ সে তা ভাল ভাবেই বুঝ্‌তে পারল। মুক্তো নিয়ে ওঠবার উপায় নেই, প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই! এ সকল চিন্তায় তার হৃদয় ব্যাকুল হল; কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে মরতে তার প্রবৃত্তি হল না। প্রাণরক্ষার জন্যে সে চেষ্টা করতে লাগলো। শোচনীয় পরিণাম ভেবে,—তার দেহে এবং উভয় হাতে যে বল সঞ্চার হল তা অসাধ্য সাধনে সমর্থ। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে সে ডুবুরীর পরিচ্ছদ বিদীর্ণ করে, মুক্তি লাভ করলো। মুক্তোগুলি পকেটে রেখেছিল, প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপা ঝাঁপি করার সময় মুক্তোপূর্ণ বাক্সটি পকেট থেকে খসে গেল, কিন্তু সে দিকে তখন তার লক্ষ্য ছিলনা। সে পিঞ্জর হতে মুক্তি লাভ করে ডুব সাঁতার দিয়ে প্রায় ২০০ গজ দূরে ভোঁস করে ভেসে উঠলো। সলিলই প্রথমে তাকে দেখতে পায়।

সলিল ডোঙ্গা নিয়ে গিয়ে তাকে অতিকষ্টে ভেলায় টেনে তুলে নিলে। বিশ্রামের পর তারা তীরে গিয়ে উঠল।

কিন্তু পল্টুর কী হলো? ....